

সরকারি অর্থব্যবস্থা Public Finance

সরকারি অর্থব্যবস্থা এমন একটি বিষয় যা রাজনীতি ও অর্থনীতির সীমান্তরেখায় অবস্থিত। বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিককালে সরকারি অর্থব্যবস্থা শুধু সরকার কিভাবে আয় করে এবং কিভাবে তা ব্যয় করে তা আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। এককথায় সরকারি আয়-ব্যয়ের অন্তর্নিহিত যাবতীয় অর্থনৈতিক উপাদান সরকারি অর্থব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই ইউনিটে সরকারি অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা ও সরকারের ভূমিকা, গণদ্রব্যের ধারণা ও তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে। সরকারি অর্থব্যবস্থায় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা কর, করের কানুন, তত্ত্বসমূহ, করাঘাত, কর সঞ্চালন, আপতন, বাজার ও করের আপতন বিষয়গুলো এই ইউনিটের ছয়টি পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে :

- ❖ পাঠ-১ : সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি
- ❖ পাঠ-২ : বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা, সরকারের ভূমিকা
- ❖ পাঠ-৩ : গণদ্রব্য : ধারণা ও তত্ত্ব
- ❖ পাঠ-৪ : করের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও কানুন
- ❖ পাঠ-৫ : কর ব্যবস্থার তত্ত্বসমূহ, বাংলাদেশের কর কাঠামো বিশ্লেষণ
- ❖ পাঠ-৬ : করাঘাত, কর সঞ্চালন, আপতন, বাজার ও করের আপতন

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি

এই পাঠ পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার শাখা
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার পরিধি

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা অর্থনীতির এমনকিছু অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাখ্যা করে যেখানে সরকার জড়িত থাকে। এই শাস্ত্র সরকারের আয়, ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয়সমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কথাটি সরকার ও অর্থ ব্যবস্থা বা অর্থনীতি এবং রাজনীতির সীমারেখায় অবস্থিত। অধ্যাপক Dalton বলেন, সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হলো ঐসব বিষয়সমূহের মধ্যে একটি যা অর্থনীতি ও রাজনীতির সীমারেখায় অবস্থিত। এটি সরকারি কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয় সম্পর্কে পর্যালোচনা করে এবং একটির সঙ্গে আরেকটির সমন্বয় সাধন করে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা রাজনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাছ-বিচার করার সূচনা করে অর্থাৎ কোন কাজটি করা উচিত ও কোনটি করা উচিত নয়- এই প্রশ্নকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এজন্য অর্থনীতির এই অংশকে Normative economics বলা হয়। সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় তাত্ত্বিক যুক্তি এবং বাস্তবিক বিষয়সমূহকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। কোনো একটি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড করতে গেলে তার মুখ্য ও আনুষঙ্গিক সুবিধা এবং অসুবিধাসমূহকে তুলনামূলকভাবে বিচার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

De Macro-এর মতে, 'সরকারি অর্থব্যবস্থা রাষ্ট্রের উৎপাদনশীল সেইসব কার্যক্রমকে বিশ্লেষণ করে, যা সম্মিলিত অভাব পূরণের প্রয়াস নেয়।'

Findlay Shirras-এর মতে 'সংক্ষেপে সরকারি অর্থ ব্যবস্থা হলো সরকারি ব্যয় এবং সরকারি কর্তৃপক্ষের ফান্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত নীতিমালার বিশ্লেষণ।'

আরও অনেক অর্থনীতিবিদ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিয়েছেন তবে সেসব সংজ্ঞার কোনোটি অস্পষ্ট, কোনোটি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং কোনোটি অত্যন্ত সংকীর্ণ। সব বিষয় বিবেচনা করে আমরা সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে অন্যতম বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক H. Groves-এর সংজ্ঞা গ্রহণ করতে পারি, 'সরকারি অর্থব্যবস্থা হচ্ছে অর্থনীতির এমন একটি অংশ যা রাজ্য এবং স্থানীয় সরকারের আয় ও ব্যয় পর্যালোচনা করে। আধুনিককালে সরকারি অর্থব্যবস্থায় চারটি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত আছে। সরকারি আয়, সরকারি ব্যয়, সরকারি ঋণ এবং রাজস্বনীতি ও রাজস্ব প্রশাসনের মত নীতিসহ সার্বিক রাজস্ব পদ্ধতির কয়েকটি সমস্যা।' সুতরাং বলা যায় সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সব ধরনের আয়, ব্যয়, ঋণ ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা ও তাদের সমাধানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার পরিধি

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা Adam Smith কথিত (invisible hand) বা Laissez faire ধারণার বিপক্ষে উত্থাপন মতের দ্বারা গঠিত। যেখানে সরকার একটি নীরব যন্ত্র নয়, বরং সরকার একটি শক্তিশালী

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা রাজনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বাছ-বিচার করার সূচনা করে অর্থাৎ কোন কাজটি করা উচিত ও কোনটি করা উচিত নয় এই প্রশ্নকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এজন্য অর্থনীতির এই অংশকে Normative economics বলা হয়।

চালিকা শক্তি। সরকার জনগণের সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সৃষ্টির জন্য কোনো অংশে কম দায়ী নয়। কাজেই সরকারি অর্থব্যবস্থা জনকল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা শুধু সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ধরন নিয়ে ব্যাখ্যা করে না, প্রয়োজনবোধে ঋণের সরবরাহ কোথা থেকে আসবে এবং কিভাবে তা ব্যয় করা হবে তা নিয়েও ব্যাখ্যা করে।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা শুধু সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ধরন নিয়ে ব্যাখ্যা করে না, প্রয়োজনবোধে ঋণের সরবরাহ কোথা থেকে আসবে এবং কিভাবে তা ব্যয় করা হবে তা নিয়েও ব্যাখ্যা করে।

বর্তমান বিশ্বে দরিদ্র দেশসমূহের দারিদ্র্যের দুঃসংকীর্ণ (Vicious Circle of Poverty) ভেঙে ফেলার জন্য সরকারি আয়-ব্যয় প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। Low Level equilibrium trap কাটিয়ে ওঠার জন্য অর্থনীতিবিদদের কথিত Minimum Critical Effort গ্রহণের দায়িত্ব সরকারি আয়-ব্যয়ের; যা সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় নির্ধারণ করা হয়।

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা তিনটি শাখায় (Branch) বিভক্ত :

- (i) Allocation branch
- (ii) Distribution branch
- (iii) Stabilisation branch

(i) Allocation branch অর্থনীতিতে বিভিন্ন উৎস থেকে কিভাবে আয় আসবে; কোন খাত থেকে কতটুকু আয় আসবে তা ব্যাখ্যা করে।

সামাজিক দ্রব্য যথা : প্রতিরক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প, রাস্তা-ঘাট, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা কাম্যভাবে নির্ধারণ করাই Allocation branch-এর কাজ।

(ii) অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধির স্বার্থে সরকারের রাজস্ব ব্যয় বিভিন্ন খাতে বন্টন করাই Distribution branch-এর দায়িত্ব।

(iii) অন্যদিকে Stabilisation branch-এ কিভাবে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখা যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন অবস্থা রোধ করা যায় তা ব্যাখ্যা করে।

বর্তমানকালে বিভিন্ন কারণে সরকারি অর্থব্যবস্থার গুরুত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই আধুনিককালে সরকারি অর্থব্যবস্থা শুধু সরকারি কিভাবে আয় করে এবং কিভাবে তা ব্যয় করে তা আলোচনা করেই ক্ষান্ত হয় না। সরকারের আয়-ব্যয় নীতি, জাতীয় উৎপাদন, অর্থ সম্পদের বন্টন, বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়, বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ইত্যাদিকে কিভাবে প্রভাবান্বিত করে তাও এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। এক কথায়, সরকারি আয়-ব্যয়ের অন্তর্নিহিত যাবতীয় অর্থনৈতিক উপাদান এবং এর প্রতিক্রিয়াসমূহও সরকারি অর্থ ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এ শাস্ত্র প্রকৃতপক্ষে রাজস্বনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নকেই পর্যালোচনা করে। সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় মূলত পাঁচটি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

১। সরকারি আয় (Government Revenue) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পদ্ধতিসমূহ এবং করের নীতিমালা নিয়ে ব্যাখ্যা করে।

২। সরকারি ব্যয় (Government Expenditure) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারি ব্যয়ের নীতি এবং সরকারি ব্যয়ের প্রভাবসমূহ নিয়ে পর্যালোচনা করে।

৩। সরকারি ঋণ (Public Debt) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা সরকারি ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি এবং সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে পর্যালোচনা করে।

৪। আর্থিক পরিচালনা (Financial Management) :

সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতির এমন একটি অংশ যেখানে সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের দ্বারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে আয়, নিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও

সরকারি অর্থব্যবস্থার একটি অংশে সরকারের বাজেট প্রণয়ন এবং হিসাব-নিকাশসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়।

৫। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (Economic Stability) :

সরকারি অর্থ ব্যবস্থার একটি অংশে রাজস্বনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উপসংহারে, আমরা বলতে পারি, এটা অর্থনীতির এমন একটি অংশ যেখানে সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের দ্বারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে আয়, নিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন অবস্থা প্রতিরোধ করতে কি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত আর কোনটি উচিত নয়, তা ব্যাখ্যা করে।

সারসংক্ষেপ

সরকারি অর্থ ব্যবস্থা রাজনীতিতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাছ-বিচার করার সূচনা করে অর্থাৎ কোন কাজটি করা উচিত ও কোনটি করা উচিত নয় এই প্রশ্নকে সামনে রেখে অর্থনৈতিক নীতি-নির্ধারণ করার চেষ্টা করে। এজন্য অর্থনীতির এই অংশকে *Normative economics* বলা হয়। সরকারি অর্থব্যবস্থা অর্থনীতির এমন একটি অংশ যেখানে সরকারের আয়-ব্যয় ও ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের দ্বারা জনগণের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি করে আয়, নিয়োগ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন অবস্থা প্রতিরোধ করতে কি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা উচিত; আর কোনটি উচিত নয়; তা ব্যাখ্যা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

- ১। সরকারি অর্থ ব্যবস্থা শুধু সরকারের আয়ের উৎস ও ব্যয়ের ধরন নিয়ে ব্যাখ্যা করে। সত্য/মিথ্যা
- ২। সামাজিক দ্রব্যের জন্য কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন তা কাম্যভাবে নির্ধারণ করাই Allocation Branch-এর কাজ। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। সরকারি অর্থ ব্যবস্থা কয়টি শাখায় বিভক্ত? লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সরকারি অর্থ ব্যবস্থার সংজ্ঞা ও পরিধি আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. মিথ্যা ২. সত্য

বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতা, সরকারের ভূমিকা

এই পাঠ পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতার ধরন
- সরকারি অর্থ ব্যবস্থার ভূমিকা

ক্লাসিক্যাল অবাধ বাজার ব্যবস্থা ধারণাটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যেখানে-

- (১) অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতা
- (২) সমজাতীয় দ্রব্য
- (৩) উৎপাদন ক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার
- (৪) বাজার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান
- (৫) সরকারি হস্তক্ষেপ থাকবে না
- (৬) উপাদানসমূহের পূর্ণ গতিশীলতা এবং
- (৭) পরিবহন খরচ নেই

শর্তসমূহ ধরে নেওয়া হয়, এর শ্রেণিতে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে সম্পদের কাম্য বন্টন নিশ্চিত করবে। দক্ষ বন্টন হলো এমন অবস্থা যখন কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অন্যের কল্যাণ বাড়ানো যায় না। অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল অবাধ বাজার ব্যবস্থা পেরেটোর কাম্যতার শর্ত পালন করে। গণ দ্রব্য না থাকলে, পরিবহন খরচ শূন্য হলে এবং একচেটিয়া কারবার না থাকলে ভোক্তা ও উৎপাদকদের মধ্যে দ্রব্য উপস্থিত থাকে, তবে বাজার ব্যবস্থা কার্যকর হবে না। অন্যদিকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার শর্তসমূহের লংঘন ঘটলে দক্ষ বন্টন নিশ্চিত হয় না। আবার কোনো সময় সব শর্ত বিদ্যমান থেকে গণ দ্রব্য অবর্তমান থাকলেও বাজার ব্যবস্থা দক্ষ সম্পদ বন্টনে ব্যর্থ হয়। একে অনেকেই বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলে উল্লেখ করেন। প্রকৃত পক্ষে এটি বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা বলার চেয়ে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা বলাই শ্রেয়; বাজার তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অনেক জটিল উপাদানকে বর্জন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতার ধরন :

১. অনুমিত শর্তের অবাধতা :

যেসব অনুমিত শর্ত নেয়া হয়েছে তা বাস্তবে খুঁজে পাওয়া কঠিন। বাস্তবে একচেটিয়া কারবার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতা, ডুয়োগোলি ও অলিগোগোলি বাজার ব্যবস্থার প্রাধান্য বেশি। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভারসাম্যের যে শর্তসমূহ থাকা প্রয়োজন তা বাজার ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম থাকে বেশি ও উৎপাদন হয় কম। তাই অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। এ অবস্থায় সরকার একচেটিয়া কারবার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা দাম কম এবং উৎপাদন বেশি করতে সহায়তা করে। অথবা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাধাসমূহ দূরীকরণ করতে পারে।

প্রতিযোগিতার ভারসাম্যের যে শর্তসমূহ থাকা প্রয়োজন তা বাজার ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম থাকে বেশি ও উৎপাদন হয় কম।

২. পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও Externalities:

সম্পদের কাম্য বন্টন বলতে স্বীকার করা হয় চাহিদা ও যোগান রেখাসমূহে ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দ এবং উৎপাদনকারীদের প্রকৃত খরচের প্রতিফলন ঘটবে। বাস্তবে অনেক দ্রব্যের চাহিদা রেখায় ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দের প্রতিফলন ঘটে না। যেমন একজন একটি ফ্ল্যাট বাড়ির একাংশ ভাড়া নিতে চায়। ফ্ল্যাটের আয়তন ও আকৃতি অনুসারে ভাড়া নেয় এবং খাজনা প্রদান করে। ফ্ল্যাটের নিচ তলায় একটি ফুলের বাগান থাকায় (অন্যের বাগান) ফ্ল্যাটের চাহিদা রেখায় যে কল্যাণ প্রকাশ করে তা ফুল বাগানের কল্যাণ বিবেচনা করে না। বাজার চাহিদা রেখা ভোক্তাদের প্রকৃত পছন্দ প্রকাশ করতে পারে না। ধনাত্মক বহিষ্ণু ভোগ প্রভাব থাকলে প্রকৃত পছন্দের বাজার চাহিদা রেখা থাকে দৃশ্যমান বাজার চাহিদা রেখার উপরে।

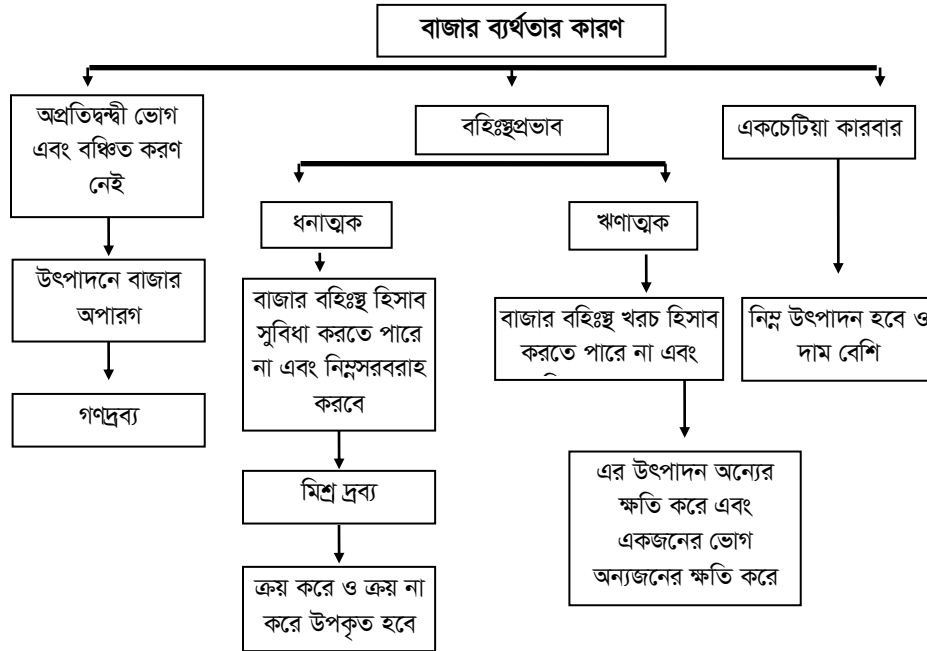
৩. আয় বন্টনে বাজার ব্যর্থতা :

ধরা যাক প্রতিটি বাজারে প্রকৃত পছন্দ ও প্রকৃত খরচের প্রতিফলন দ্বারা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে উঠলো। এরপর প্রত্যেক উৎপাদনকারী মূনাফা সর্বাধিক করবে এবং উৎপাদনসমূহের উৎপাদনশীলতা অনুসারে মূল্য প্রদান করা হবে। কিন্তু চালাক, শক্তিশালী, পরিশ্রমী, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, পৈতৃক সম্পদের অধিকারীদের আয় বাজার প্রক্রিয়ায় অনেক বেশি। আবার বোকা, অলস ও অদক্ষদের আয় বাজার প্রক্রিয়ায় অনেক কম হবে। এ অবস্থায় সমাজের আয় বৈষম্য প্রকট রূপ ধারণ করবে। বাজার ব্যবস্থা এ সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় প্রগতিশীল কর ও ব্যয় প্রক্রিয়ায় এরূপ সমাজে বন্টনে সমতা আনা সম্ভব।

৫. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা :

অনেক পণ্য ও সেবা থাকে যা জনগণ উৎপাদন করে না; কিন্তু ভোগ করে। যা গণ দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এরূপ দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হলো : (১) অবিভাজ্য দ্রব্য, (২) সম্মিলিত ভোগের সুযোগ এবং (৩) প্রান্তিক খরচ শূন্য। যেখানে বাজার তত্ত্ব পণ্য মূল্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়। সেখানে বাজার তত্ত্বের সংশোধন করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নিচের ছকে দেখানো হলো।

অনেক পণ্য ও সেবা থাকে যা জনগণ উৎপাদন করে না; কিন্তু ভোগ করে। যা গণ দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এরূপ দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হলো : (১) অবিভাজ্য দ্রব্য, (২) সম্মিলিত ভোগের সুযোগ এবং (৩) প্রান্তিক খরচ শূন্য।



Laissez-Faire ধারণা :

Laissez-Faire ধারণাটি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রে বিকশিত হয়। বিংশ শতাব্দীর ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণই Laissez-Faire-এর প্রবক্তা। এর মধ্যে Graham Summer-ই Laissez-Faire-এর দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। তারা স্বীকার করেন, সম্পদের অধিকার থাকবে প্রগতিশীল উৎপাদকের। উচ্চ মেধাসম্পন্ন, সম্পদশালীরাই অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে। সরকার সীমিত পরিসরে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। সামাজিক নিরাপত্তার জন্যই সরকার কর আরোপ করবে।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় ব্যয় মানেই অনুৎপাদনশীল ব্যয়। ব্যক্তিগত ব্যয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীল। সুতরাং সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য কর ধার্য করলে সমাজের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। কেননা কর ব্যক্তিগত কর্মোদ্যমসহ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয় ক্ষুণ্ণ করে।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় ব্যয় মানেই অনুৎপাদনশীল ব্যয়। ব্যক্তিগত ব্যয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীল। সুতরাং সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য কর ধার্য করলে সমাজের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। কেননা কর ব্যক্তিগত কর্মোদ্যমসহ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয় ক্ষুণ্ণ করে। প্রখ্যাত ফরাসি অর্থনীতিবিদ জে. বি. সে (J. B. Say) বলেছিলেন, সব আর্থিক পরিকল্পনার মধ্যে স্বল্প ব্যয় উত্তম এবং সকল প্রকার করের মধ্যে সেটি উত্তম যার পরিমাণ সবচেয়ে কম। ব্যক্তিগত ব্যয়বাদের বিশ্বাসী কোনো কোনো ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ তাই অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য যেটুকু ব্যয়ের প্রয়োজন তাকে সরকারি ব্যয় ও করের সীমা হিসেবে নির্দেশ করেছেন।

কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদরা সরকারি ব্যয় ও কর সম্পর্কে উপর্যুক্ত মতবাদ গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে, প্রতিটি কর খারাপ এইরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই। যেমন মাদক দ্রব্যের উপর উচ্চহারে আরোপিত কর এর ব্যবহার হ্রাসের মাধ্যমে মদে আসক্ত ব্যক্তিদের জীবনমাত্রার মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তির তুলনায় সরকার অধিকতর উৎপাদনশীলভাবে অর্থ ব্যয় করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনের জন্য সরকারি ব্যয় নিঃসন্দেহে সমাজের কল্যাণ বৃদ্ধি করে। তবে যেকোনো সরকারি ব্যয় উত্তম নয়। যেমন- অপ্রয়োজনে যুদ্ধের জন্য ব্যয় নিঃসন্দেহে সমাজের জন্য অকল্যাণকর।

সরকারি আয় ও ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজ এটা থেকে সর্বাধিক সুবিধা বা তৃপ্তি অর্জন করতে পারে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র অবশ্য এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এর আয়-ব্যয় নীতি পরিচালনা করে।

সুতরাং দেখা যায় ব্যয় ও করের তুলনামূলক প্রতিক্রিয়া বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা ব্যতীত সরকারি অর্থ ব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য প্রকাশ করা যায় না। তবে এ কথা বলা যায়, সরকারি আয় ও ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজ এটা থেকে সর্বাধিক সুবিধা বা তৃপ্তি অর্জন করতে পারে। অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি যেমন সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করতে চায়, সেরূপ সরকারেরও উচিত তার কর ও ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে সমাজ সর্বাধিক কল্যাণ স্তরে পৌঁছাতে পারে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র অবশ্য এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এর আয়-ব্যয় নীতি পরিচালনা করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে সরকারি আয়ব্যয় নীতি সমাজের কল্যাণ সর্বোচ্চস্তরে উপনীত করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, সরকারি আয় ও ব্যয়ের পরিবর্তন সমাজের এক শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে অন্য শ্রেণীর লোকের কাছে ক্রয় ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে। আবার সম্পদের ব্যবহারিক উৎস স্থানান্তর করে উৎপাদনের প্রকৃতি ও কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে সক্ষম। তদুপরি এ উভয় নীতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন করে থাকে। এসব পরিবর্তন যদি সামগ্রিকভাবে সামাজিক সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হতে সাহায্য করে তবে সরকারের আয় ও ব্যয় কার্যক্রম উত্তম এবং গ্রহণযোগ্য।

সর্বাধিক সামাজিক সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি আয়-ব্যয় নীতি নিম্নোক্তভাবে পরিচালনা করা দরকার:

- (i) সরকারি ব্যয়ের সামাজিক সুবিধা ক্রমহ্রাসমান অথচ করের সামাজিক ব্যয়/ভার/ত্যাগ ক্রমবর্ধমান। এজন্য আয় ও ব্যয় এমন স্তরে নির্ধারণ করা উচিত যাতে ব্যয়ের প্রান্তিক সামাজিক সুবিধা করের প্রান্তিক ত্যাগ বা ব্যয়ের সমান হয়।
- (ii) সরকারি ব্যয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনভাবে বন্টন করতে হবে যাতে প্রত্যেক উৎস থেকে প্রান্তিক সামাজিক সুবিধা সমান থাকে।

(iii) করভার বিভিন্ন উৎসের মধ্যে এমনভাবে বন্টন করা দরকার যে, প্রতিটি উৎসের প্রান্তিক সামাজিক ভার/ভাগ সমান হয়।

বাস্তবে অবশ্য ত্যাগ বা সুবিধা পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব। এজন্য অধ্যাপক H. Dalton ও U.K. Hicks মনে করেন, সরকারি আয়-ব্যয় কার্যক্রম যদি (i) উৎপাদন ও ভোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন; (ii) বন্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাস (iii) পূর্ণ নিয়োগ অর্জন এবং (iv) অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে তবে সর্বাধিক সামাজিক সুবিধা অর্জিত হয়েছে বলে মোটামুটিভাবে ধরে নেয়া যায়।

উৎপাদন ও ভোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন

উৎপাদন ও ভোগ ক্ষেত্রে উন্নয়ন মূলত সম্পদের কাম্য বন্টনের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন ক্ষেত্রে মনোপলি বা ওলিগোপলির অস্তিত্ব থাকলে অনেক সময় সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী পণ্য অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হতে পারে। তেমন অবস্থায় সরকার কর বা ভর্তুকি নীতি প্রয়োগ করে সম্পদের বন্টন কাম্য স্তরে উন্নত করতে পারেন যাতে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। কেননা তেমন অবস্থায় সামাজিক কল্যাণ উচ্চতর স্তরে পৌঁছতে পারে।

আয় বন্টনে বৈষম্য হ্রাস

সামাজিক সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য সরকার সমাজের আয় বৈষম্য দূরীকরণে কর বা ব্যয় নীতি প্রয়োগ করতে পারেন। প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে সরকার এই উদ্দেশ্য কিভাবে সাধন করতে পারেন তা নিচের সারণিতে নির্দেশ করা হলো :

বিবেচ্য লোকদের শ্রেণী	আয়সত্তর (টাকা)	করের হার	কর প্রদানের পরিমাণ	কর প্রদানের পর আয়সত্তর	পূর্ববর্তী বৈষম্য	পরবর্তী বৈষম্য
A	১০,০০০	৩৫	৩৫০০০	৬৫০০	-	-
B	৭,০০০	২৫	১৭৫০	৫২৫০	৩০০০	১২৫০০
C	৪,০০০	১২	৪৮০	৩৫২০	৩০০০	১৭৩০
D	২,০০০	১০	২০০	১৮০০	২০০০	১৭২০
E	১,০০০	০	-	১০০০	১০০০	৮০০

সারণি থেকে বোঝা যায়, সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আয় বৈষম্যের পরিধি প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে হ্রাস করতে পারে। অন্যদিকে করলব্ধ আয় সমাজের দুর্বল লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করতে পারে। এই দ্বিমুখী সরকারি কার্যক্রম সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধির সহায়ক।

পূর্ণ নিয়োগ অর্জন

যেসব দেশে বাজার ব্যবস্থায় অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বর্তমান, সেখানে সরকারের আয়-ব্যয় নীতির মাধ্যমে অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ অর্জনে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা

পূর্ণ নিয়োগ স্থিতিশীল পর্যায়ে ধরে রাখার উপর সামাজিক কল্যাণের স্তর অনেকটা নির্ভর করে। সরকারের বিভিন্ন আর্থিক হাতিয়ার- যেমন কর, ব্যয়, ভর্তুকি ইত্যাদির সাহায্যে উপর্যুক্ত উদ্দেশ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন মুদ্রাস্ফীতির সময় উদ্বৃত্ত বাজেট এবং মুদ্রা সংকোচনের সময় ঘাটতি বাজেটের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আয় বৈষম্যের পরিধি প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে হ্রাস করতে পারে। অন্যদিকে করলব্ধ আয় সমাজের দুর্বল লোকদের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করতে পারে। এই দ্বিমুখী সরকারি কার্যক্রম সামাজিক সুবিধা বৃদ্ধির সহায়ক।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় সরকার অর্থ ব্যবস্থার কার্যক্রম সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে অনুসরণ করলে এটা সামাজিক সুবিধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত করতে সক্ষম হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

প্রতিযোগিতার ভারসাম্যের যে শর্তসমূহ থাকা প্রয়োজন তা বাজার ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় না। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম থাকে বেশি ও উৎপাদন হয় কম। অনেক পণ্য ও সেবা থাকে যা জনগণ উৎপাদন করে না; কিন্তু ভোগ করে। যা গণ দ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এরূপ দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হলো : (১) অবিভাজ্য দ্রব্য, (২) সম্মিলিত ভোগের সুযোগ এবং (৩) প্রান্তিক খরচ শূন্য। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় ব্যয় মানেই অনুৎপাদনশীল ব্যয়। ব্যক্তিগত ব্যয় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের তুলনায় উৎপাদনশীল। সুতরাং সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য কর ধার্য করলে সমাজের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে। কেননা কর ব্যক্তিগত কর্মোদ্যমসহ সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে। সরকারি আয় ও ব্যয় নীতি এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে সমাজ এটা থেকে সর্বাধিক সুবিধা বা তৃপ্তি অর্জন করতে পারে। আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্র অবশ্য এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এর আয় ব্যয় নীতি পরিচালনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

- ১। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় বাজার তত্ত্ব ব্যর্থ হয়। সত্য/মিথ্যা
- ২। সরকার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আয় বৈষম্যের পরিধি প্রগতিশীল কর নীতির মাধ্যমে বৃদ্ধি করে থাকে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। বাজার তত্ত্বের ব্যর্থতার ধরন কি?
- ২। বাজারের ব্যর্থতায় সরকারি অর্থব্যবস্থার ভূমিকা আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা

গণদ্রব্য : ধারণা ও তত্ত্ব

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- ব্যক্তিগত দ্রব্য
- সামাজিক বা গণদ্রব্য
- গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া
- স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেল

অধ্যাপক R.A.Musgrave দ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে দ্রব্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন, যা সরকারি অর্থব্যবস্থায় খুবই গুরুত্ব রাখে। তিনি দ্রব্যকে-

- ব্যক্তিগত দ্রব্য
- সামাজিক বা গণদ্রব্য
- Quasi-social goods হিসেবে বিভক্ত করেন।

এসব দ্রব্যসমূহের দাম নির্ধারণ, কাম্য বন্টন এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া সরকারি অর্থ ব্যবস্থার আলোচনায় স্থান পায়। প্রাথমিকভাবে এ তিন ধরনের দ্রব্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) ব্যক্তিগত দ্রব্য (Private goods) :

ব্যক্তিগত দ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝি যে দ্রব্যগুলো একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে। দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য থাকে। একজন ভোক্তা বা পরিবার অবাধে ভোগ করতে পারে। একজনের ভোগ বৃদ্ধি অন্যজনকে বঞ্চিত করবে। একটি শাড়ি, একটি ফ্রিজ, একটি সিগারেট, বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটি- ব্যক্তিগত দ্রব্যের উদাহরণ।

ব্যক্তিগত দ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝি যে দ্রব্যগুলো একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে।

১. ব্যক্তিগত দ্রব্যের মূল্য বাজারে চাহিদা ও যোগানের সমতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। যেখানে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ=দাম এবং দাম=প্রান্তিক খরচ শর্ত ($P=MC$) সাপেক্ষে চাহিদা= যোগান ($D=S$) শর্ত পালিত হবে। বাজার ব্যবস্থা এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে কার্যকর।

২. দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য বা Degree of jointness হলো শূন্য।

৩. এসব দ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণ নীতি তথা Principle of Exclusion প্রযোজ্য। একজনের ভোগ দ্বারা অন্যজন বিতাড়িত হয়। একটি বড় ইলিশ মাছ বাজারে দশজন ক্রেতা পছন্দ করল, একজন কিনল, বাকি নয়জন বঞ্চিত হবে। তাই বিশুদ্ধ ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বঞ্চিতকরণের মাত্রা বা Degree of Exclusion হল '১'-এর সমান।

৪. এরূপ দ্রব্যের ক্ষেত্রে একজন উৎপাদনকারী দ্বারা অন্য উৎপাদনকারী প্রভাবিত হয়।

৫. ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর মুনাফা প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। মুনাফা আছে উৎপাদন হবে; মুনাফা নাই, উৎপাদন হবে না।

৬. ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে Externality থাকতে পারে। ভোগ এবং উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রে Externality থাকা স্বাভাবিক।

(খ) সামাজিক বা গণদ্রব্য (Social or Pure public goods) :

সামাজিক দ্রব্য বা গণদ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝে থাকি যে দ্রব্যগুলো সমাজের প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে। এরূপ দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয়। এগুলো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়, যা প্রত্যেক ভোক্তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। যেমন- দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি বা শিল্পপতির একটি করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকায় এরূপ প্রতিরক্ষার ফলাফল সবাই ভোগ করে। অনুরূপভাবে পুলিশ, বিডিআর, ফায়ার সার্ভিস, একটি মহাসড়ক প্রকৃত গণদ্রব্য। গণদ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-

সামাজিক দ্রব্য বা গণদ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝে থাকি যে দ্রব্যগুলো সমাজের প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে। এরূপ দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয়। এগুলো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়, যা প্রত্যেক ভোক্তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। যেমন- দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তি বা শিল্পপতির একটি করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থাকায় এরূপ প্রতিরক্ষার ফলাফল সবাই ভোগ করে। অনুরূপভাবে পুলিশ, বিডিআর, ফায়ার সার্ভিস, একটি মহাসড়ক প্রকৃত গণদ্রব্য। গণদ্রব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন-

১. গণদ্রব্য যৌথভাবে ভোগ করা হয়। সকল ব্যক্তির সমান অধিকার থাকে। সেখানে Degree of jointness '১'-এর সমান। বেশি বেশি অর্থ দ্বারা বেশি ভোগ করা যায় না। এসব দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয়।

২. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে Principle of Exclusion কার্যকর নয়। গণদ্রব্যের ভোগ কাউকে বঞ্চিত করতে পারে না। এসব দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রায়ই পরিলক্ষিত হয় না। গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে Degree of Exclusion হলো শূন্য-এর সমান।

৩. গণদ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় $MC_i(Y)=0$ বা শূন্য থাকে। তবে সুযোগ খরচ শূন্য নয়।

৪. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার তত্ত্ব কার্যকর হয় না। ব্যক্তিগত দ্রব্যের মূল্য যেভাবে নির্ধারণ করা হয় গণদ্রব্যের বেলায় তা কার্যকর নয়।

৫. গণদ্রব্যের ক্ষেত্রে উৎপাদনে বহিষ্ণু প্রভাব থাকবে ও ভোগের ক্ষেত্রে তা থাকে না। একজনের ভোগ দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয় না বলেই এই সুবিধা বিদ্যমান থাকে।

৬. গণদ্রব্যের উৎপাদন প্রায়ই বৃহদায়তন। তাই উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহাসমান খরচ অবস্থা থাকতে পারে।

৭. গণদ্রব্যের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি করা।

(গ) Quasi-Social goods:

কিছু কিছু দ্রব্য বা সেবা আছে যা সরকার সরবরাহ করে। তবে এক্ষেত্রে একজনের ভোগ অন্যজনকে বঞ্চিত করতে পারে। সমাজের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির স্বার্থে এ ধরনের সেবা ও দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। এ দ্রব্য বা সেবাসমূহ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরবরাহ করা হলেও জনগণের জন্য পুরো কল্যাণ দিতে পারে না। এগুলো গুণগত ও পরিমাণগতভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য হতে পারে। সরকারি স্কুলে লেখা-পড়া সীমিত আসনের। স্বল্প মূল্যে ছাত্রদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা, স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা বিভাজ্য প্রকৃতির বা যিনি বেশি অর্থ দেবেন তিনি কেবিনে থাকবেন এবং যিনি কম অর্থ দেবেন তিনি সাধারণ বেডে থাকবেন। অনুরূপ সরকারি আবাস ভূমি, 'সরকারি লেক, সবই Quasi-Public goods। তাই Quasi-Public goods-এর ক্ষেত্রে Degree of jointness কম এবং Exclusion বেশি। এ ধরনের দ্রব্যের মধ্যে Publicness যেমন আছে, তেমনি Privatnessও আছে।

কিছু কিছু দ্রব্য বা সেবা আছে যা সরকার সরবরাহ করে। তবে এক্ষেত্রে একজনের ভোগ অন্যজনকে বঞ্চিত করতে পারে। এ দ্রব্য বা সেবাসমূহ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরবরাহ করা হলেও জনগণের জন্য পুরো কল্যাণ দিতে পারে না।

গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া (স্বচ্ছ বিনিময় তত্ত্ব)

গণদ্রব্যের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা মূল্য নির্ধারণে জটিলতা সৃষ্টি করে।

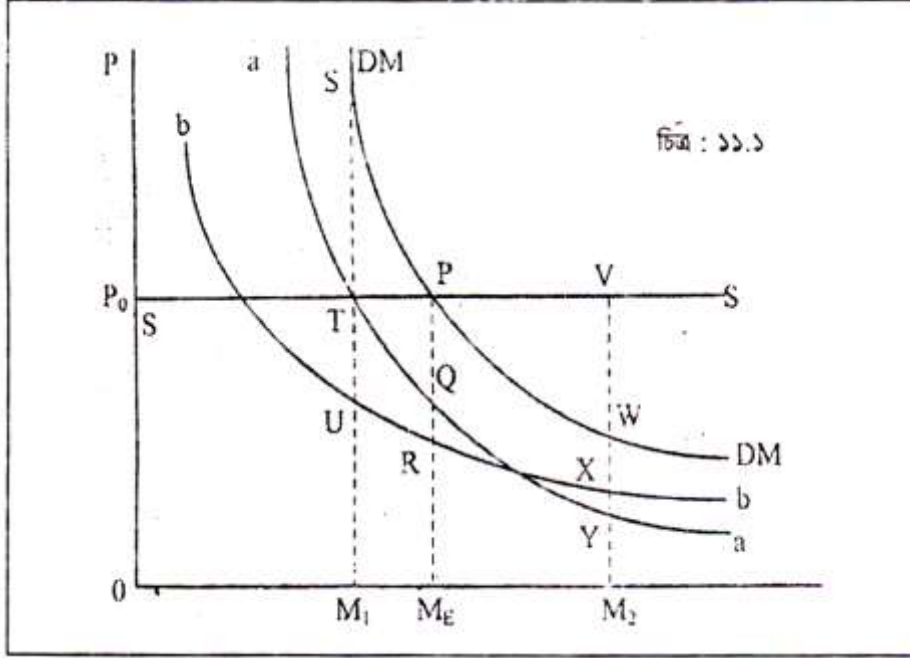
প্রথমত : গণদ্রব্য যৌথ পণ্য, তথা অবিভাজ্য পণ্য। যে জন্য কোনো ভোক্তা কম এবং কোনো ভোক্তা বেশি ভোগ করতে পারে না। সবাইকে সমান ভোগ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত: এগুলো সম্মিলিতভাবে ভোগ করা হয়। যেজন্য একজনের ভোগ দ্বারা অন্যজনের ভোগ প্রভাবিত হয় না। অর্থাৎ Principle of Exclusion কার্যকর হয় না এবং

তৃতীয়ত : এর প্রান্তিক খরচ প্রায়ই শূন্য হয়।

এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যক্তিগত দ্রব্যের মতো গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। এর প্রেক্ষিতে গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে H. R. Bowen এবং Eric Lindahl স্বেচ্ছা বিনিময় তত্ত্ব (Voluntary Exchange Principle) প্রদান করেন। ব্যক্তিগত দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা আনুভূমিকভাবে যোগ করে পাওয়া যায়। গণ দ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা এভাবে পাওয়া যায় না। গণদ্রব্যের বাজার চাহিদা রেখা উল্লম্বভাবে (Vertical) যোগ করে অঙ্কন করেন Bowen। তিনি দ্রব্যের পরম মূল্যের প্রেক্ষিতে দ্রব্যের চাহিদা প্রকাশ করেন। যাকে 'Bowen scale' বলে। অন্যদিকে Lindahl দ্রব্যের মূল্যের আপেক্ষিক শেয়ারকে বিবেচনা করে মূল্য নির্ধারণ করেন যাকে Lindahl scale বলে। Bowen ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাকে উল্লম্বভাবে (Vertical) যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা অঙ্কন করেন। গণদ্রব্য ভেঙে বিক্রয় করা যায় না বলেই এরূপ করা হয়।

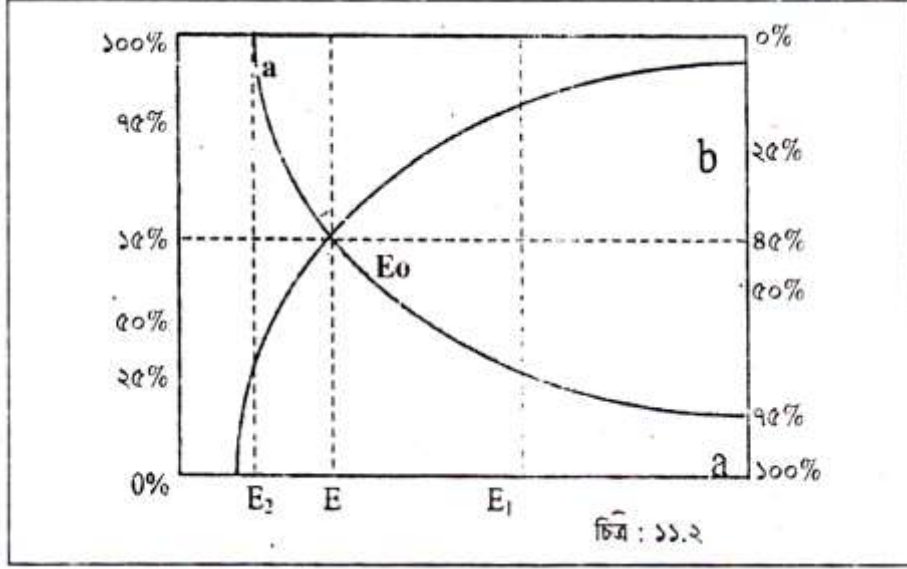
Bowen Model-এর রেখা চিত্র প্রকাশঃ



১১.১ চিত্রে লম্ব অক্ষে গণদ্রব্যের দাম ও ভূমি অক্ষে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ প্রকাশ করা হয়েছে। যখন aa ও bb হলো A ও B ব্যক্তির চাহিদা রেখা, যাকে Vertical যোগ করে $(M_1U + M_1T = M_1S_1)$, $M_2R + M_2Q = M_2P$, $M_2Y + M_2X = M_2W$ বাজার চাহিদা রেখা আঁকা হয়েছে। অন্যদিকে গণদ্রব্যের যোগান স্থির খরচের সম্মুখীন বলে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল যোগান রেখার দ্বারা $M_2P = OP$ দাম নির্ধারিত হয়। Bowen-এর মতে, M_E পরিমাণ উৎপাদন হবে। OM_1 উৎপাদন হলে চাহিদা দাম যোগান দামের চেয়ে বেশি। ফলে দ্রব্যের পরিমাণ বাড়বে। আর OM_2 উৎপাদন হলে চাহিদা দাম যোগান দামের চেয়ে কম। ফলে দ্রব্যের পরিমাণ কমবে। কাজেই M_E উৎপাদনে M_2P দামের B অংশ M_2Q ভোক্তা এবং M_2Q অংশ A ভোক্তা বহন করবে। এভাবে গণদ্রব্যের দাম নির্ধারিত হবে।

Lindhal model (Voluntary Exchange theory):

ধরা যাক, সমাজে দু'জন ব্যক্তি A ও B। সবাই X, Y দুটি ব্যক্তিগত দ্রব্য এবং g একটি গণদ্রব্য ভোগ করে।



১১.২ নং চিত্রে aa হল A ব্যক্তির গণদ্রব্যের চাহিদা রেখা এবং bb হলো B ব্যক্তির চাহিদা রেখা। বাম দিকে উল্লম্বভাবে B ব্যক্তি কত অংশ বহন করতে চায় তা দেখানো হয়েছে। ডানদিকে উল্লম্বভাবে B ব্যক্তি উপর থেকে নিচের দিকে কতটুকু অংশ বহন করতে চায় তা দেখানো হয়েছে। দুটি রেখা নিচের ভূমি ও উপর দিকে ভূমি অক্ষে গণদ্রব্যের চাহিদা পরিমাপ করে। E₂ দ্রব্যের ক্ষেত্রে A ব্যক্তির ১০০% কর বা মূল্য প্রদান করতে চায় এবং B ব্যক্তি চায় ৭৫%; ফলে ১৭৫% মূল্য প্রদান করতে প্রস্তুত। কাজেই গণদ্রব্যের চাহিদা বেশি ও দ্রব্য বাড়বে। আবার E₁ দ্রব্যের ক্ষেত্রে A বহন করতে চায় ২৫% ও B বহন করতে চায় ২৫% অর্থাৎ মোট ৫০% ব্যয় বহন করতে প্রস্তুত। কাজেই গণ দ্রব্যের পরিমাণ কমবে। E পরিমাণ দ্রব্য A ব্যক্তি ৫৫% এবং B ব্যক্তি ৪৫% বহন করতে চায় যা ১০০%-এর সমান। কাজেই OE₀ ভারসাম্য গণদ্রব্য। এভাবে গণদ্রব্যের মূল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত স্কেলকে LindhalScale বলে। এ তত্ত্বে যে ব্যক্তি যতটুকু কল্যাণ ভোগ করে সে ততটুকু মূল্য প্রদান করবে।

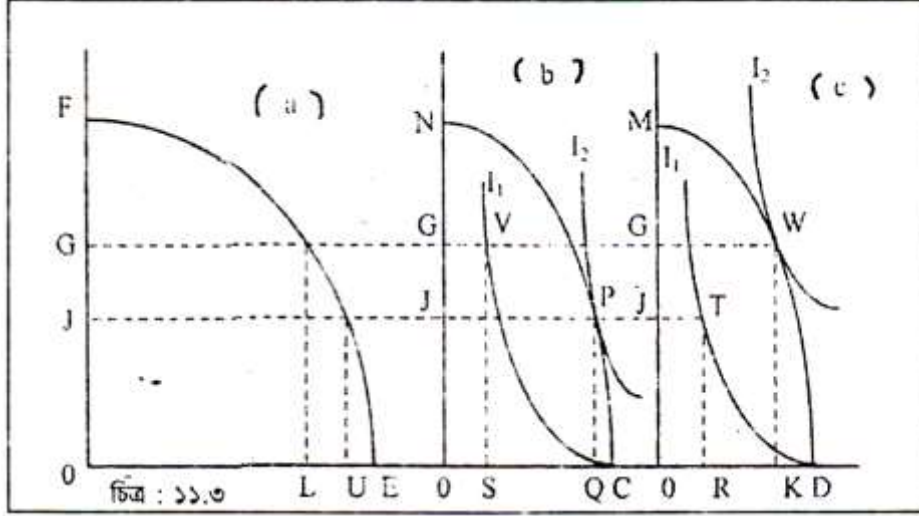
স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেল (সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে গণদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ) :

গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের পার্থক্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং খরচ বহন প্রক্রিয়া এই মডেলে ব্যাখ্যা করা হয়। একই সঙ্গে গণদ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি পাবে; কমবে না। এটি সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে প্রদান করেন।

Paul Samuelson ১৯৫৫ সালে 'The Review of Economics and Statistics'-এ তার পণ্য বিভাজন মডেল ব্যাখ্যা করেন। Exclusion cost or Transaction cost শূন্য অবস্থায় গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের দক্ষ বন্টন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যায় তিনি সাধারণ মডেল ব্যবহার করেন। যেখানে গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের পার্থক্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং খরচ বহন প্রক্রিয়া এই মডেলে ব্যাখ্যা করা হয়। একই সঙ্গে গণদ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি পাবে; কমবে না। এটি সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে প্রদান করেন।

স্যামুয়েলসন বিশুদ্ধ গাণিতিক ও জ্যামিতিক পদ্ধতিতে তার পণ্য বিভাজন মডেল ব্যাখ্যা করেন। এই পণ্য বিভাজন মডেলটি চিত্রের মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। ১১.৩ নং চিত্রে K ও M চিত্রের মাধ্যমে স্যামুয়েলসনের মডেলটি ব্যাখ্যা করা হলো। ধরা যাক ভোক্তাদের পছন্দ অপেক্ষক দেয়া আছে। K চিত্রে লম্ব অক্ষে গণদ্রব্যের পরিমাণ এবং ভূমি অক্ষে ব্যক্তিগত দ্রব্যের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। EF হলো ব্যক্তিগত ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা। দেয় দ্রব্য দুটি A ও B ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করা হবে।

গণ দ্রব্যের কল্যাণ প্রচলিত আয় বন্টন থেকে পরিমাপ করা সম্ভব। ব্যক্তিগত পণ্যের আকারে A ব্যক্তির আয় হলো OC এবং B ব্যক্তির আয় হলো CD। সমাজের মোট আয় হলো OC+OD=OE পরিমাণ। OE মোট আয়ে A ব্যক্তির শেয়ার হলো OC/OE এবং B ব্যক্তির শেয়ার হলো OD/OE।



সরকার জনগণের কল্যাণ সর্বোচ্চকরণ করতে চায়। কাউকে ক্ষতি না করে অন্যের কল্যাণ বাড়ানো সরকারের উদ্দেশ্য। গণদ্রব্যের অনুপস্থিতিতে A ব্যক্তি I_1 নিরপেক্ষ রেখার C বিন্দুতে ভোগ করে (খচিত্রে) এবং B ব্যক্তি I_1 নিরপেক্ষ রেখার D বিন্দুতে ভোগ করে (গচিত্রে)।

নিরপেক্ষ রেখাসমূহ গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের পছন্দনীয়তা প্রকাশে সক্ষম। প্রাথমিক অবস্থায় সরকার যদি OG পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করে তবে ব্যক্তিগত দ্রব্যের যোগান হবে OL পরিমাণ। এই পরিমাণ দ্রব্যের মধ্য থেকে A ব্যক্তির উপযোগ ঠিক রাখতে হলে তাকে I_1 নিরপেক্ষ রেখায় OG পরিমাণ গণদ্রব্য ও OS পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করার সুযোগ দিতে হবে। তাই B ব্যক্তি OG পরিমাণ গণদ্রব্য এবং OL-OS=OK পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগের সুযোগ পাবে। এর ফলে B ভোক্তা I_2 নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থান করবে। A-এর কল্যাণ কমে নি অথচ B ব্যক্তির কল্যাণ বেড়েছে। তাই OG পরিমাণ গণদ্রব্য সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি করে। OG পরিমাণ গণদ্রব্য ভোগের কারণে A ব্যক্তির ব্যক্তিগত ভোগ ত্যাগ করতে হয় OC-OS=SC পরিমাণ। এবং B ব্যক্তির OD-OK=KD পরিমাণ যা সরকার OG পরিমাণ গণদ্রব্যের মূল্য হিসেবে A ও B ব্যক্তির কাছ থেকে আদায় করবে।

যেখানে-

$$MV_{GP}^A + MV_{GP}^B = MC_G \dots\dots\dots (i)$$

$$P = P_A + P_B \dots\dots\dots (ii)$$

$$G = G_A = G_B \dots\dots\dots (iii)$$

উপরের (i), (ii) ও (iii) নং সমীকরণের দ্বারা কাম্য অবস্থার শর্ত পালিত হয়। (i) নং সমীকরণে $MV_{GP}^A + MV_{GP}^B = MC_G$ দ্বারা প্রকাশ পায় ব্যক্তিগত দ্রব্যের (P) ভিত্তিতে গণদ্রব্যের (G) প্রান্তিক কল্যাণসমূহের (A) ও (B) ব্যক্তির যোগফল অবশ্যই ব্যক্তিগত দ্রব্যের ভিত্তিতে গণদ্রব্যের প্রান্তিক খরচ পরস্পর সমান হবে। (ii) দ্বারা প্রকাশ পায় মোট ব্যক্তিগত দ্রব্য = A ও B ব্যক্তির ভোগ বা OL=OS+OK এবং (iii) নং সমীকরণে প্রকাশ পায় সব ভোক্তাই সমপরিমাণ গণদ্রব্য ভোগ করবে।

সরকার যদি OJ পরিমাণ গণদ্রব্য সরবরাহ করে তবে ব্যক্তিগত দ্রব্যের সরবরাহ হবে OU পরিমাণ। এক্ষেত্রে B ব্যক্তির উপযোগ (I_1) এ স্থির রাখলে B ব্যক্তি ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করবে OR পরিমাণ। (গ) চিত্রে T বিন্দুতে A ব্যক্তি OJ পরিমাণ গণদ্রব্য ও OQ পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য ভোগ করে। (খ) চিত্রে P বিন্দুতে A-এর কল্যাণ বেড়ে I_2 নিরপেক্ষ রেখায় পৌঁছে। এক্ষেত্রে A ব্যক্তি OJ পরিমাণ গণদ্রব্য ভোগের জন্য QC পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য মূল্য হিসেবে প্রদান করবে এবং B ব্যক্তি OJ পরিমাণ গণদ্রব্যের জন্য RD পরিমাণ মূল্য প্রদান করবে। যেখানে (i), (ii) ও (iii) নং শর্ত কার্যকরী হবে। চিত্র খ তে NPC যোগ করে A ব্যক্তির ভোগ সম্ভাবনা রেখা এবং MWD যোগ করে B ব্যক্তির ভোগ সম্ভাবনা রেখা পাওয়া যায়।

তাই সিদ্ধান্ত হলো সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের দ্বারা ব্যক্তিগত ও গণদ্রব্য কাম্য বন্টনে ও খরচ বহনে স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একই সঙ্গে গণদ্রব্যের প্রয়োজনীয়তা এবং সমাজকল্যাণ বৃদ্ধিতে গণ দ্রব্যের ভূমিকা এই মডেলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তিগত দ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝি যে দ্রব্যগুলো একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে। দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য থাকে। সামাজিক দ্রব্য বা গণদ্রব্য বলতে আমরা এমন সব দ্রব্যকে বুঝি থাকি যে দ্রব্যগুলো সমাজের প্রত্যেকেই সম্মিলিতভাবে ভোগ করে। এরূপ দ্রব্যগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য নয়। এগুলো বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদিত হয়, যা প্রত্যেক ভোক্তা প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। কিছু কিছু দ্রব্য বা সেবা আছে যা সরকার সরবরাহ করে। তবে এক্ষেত্রে একজনের ভোগ অন্যজনকে বঞ্চিত করতে পারে। এ দ্রব্য বা সেবাসমূহ সমাজের জন্য প্রয়োজনীয়, যা ব্যক্তিগত পর্যায়ে সরবরাহ করা হলেও জনগণের জন্য পুরো কল্যাণ দিতে পারে না। গণদ্রব্য ও ব্যক্তিগত দ্রব্যের পার্থক্য, উৎপাদন সম্পর্ক এবং খরচ বহন প্রক্রিয়া এই মডেলে ব্যাখ্যা করা হয়। একই সঙ্গে গণদ্রব্যের ব্যবহার দ্বারা সমাজকল্যাণ বৃদ্ধি পাবে; কমবে না। এটি সাধারণ ভারসাম্যের মাধ্যমে প্রদান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

- ১। ব্যক্তিগত দ্রব্য বলতে এমন দ্রব্যকে বোঝায় যা একজন ব্যক্তি অবাধে উৎপাদন ও ভোগ করতে পারে। সত্য/মিথ্যা
- ২। সামাজিক দ্রব্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এককে বিভাজ্য। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। ব্যক্তিগত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?
- ২। সামাজিক বা গণদ্রব্যের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। স্বেচ্ছা বিনিময় তত্ত্ব আলোচনা করুন।
- ২। স্যামুয়েলসনের পণ্য বিভাজন মডেলটি আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য
২. মিথ্যা

করের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও কানুন

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- করের সংজ্ঞা
- করের বৈশিষ্ট্য
- কর ধার্যের কানুনসমূহ

কর হলো জনগণ কর্তৃক সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ, যার বিনিময়ে ব্যক্তি কোনো উপকার দাবি করতে পারে না।

E.R.A.Seligman বলেন, 'কর হলো বিশেষ কোনো সুবিধা ব্যতিরেকে জনস্বার্থে সরকারি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যক্তি কর্তৃক সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ'।

অধ্যাপক Taussig-এর মতে, 'সরকারকে দেয় অন্যান্য অর্থ প্রদান এবং করের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, কর প্রদানকারী করের বিনিময়ে সরকারের কাছে সরাসরি কোনো প্রতিদান দাবি করে না।'

সরকারের রাজস্ব আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চিরাচরিত উৎস হলো কর, যা জনগণ অথবা বিভিন্ন উৎপাদনকারী ও অনুৎপাদনশীল সংস্থার কাছ থেকে আদায় করা হয়।

Taylor-এর মতে 'প্রত্যক্ষ কোনোরূপ প্রতিদান আশা না করে জনগণ বাধ্যতামূলকভাবে সরকারকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তাকে কর বলে।

করের বিনিময়ে কি দেয়া হবে এ প্রশ্ন জনগণ করতে পারে না। তবে সরকারকে কর দিতে হবে, এটি বাধ্যতামূলক। রাষ্ট্রীয় সেবা সবাই ভোগ করে, যা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হতে পারে। বলা হয় যে, সরকারকে কর প্রদান করে কোনো প্রতিদান না পাওয়া গেলেও জনগণ অদৃশ্য যে প্রতিদান পায় তার মূল্য করের অর্থের চেয়ে অনেক বেশি। করের পেছনে আইনগত বৈধতার প্রশ্ন জড়িত। AuberonHerbert মনে করেন, 'কর কোনো সময় নৈতিকভাবে বিচার্য নয়'।

করের বৈশিষ্ট্যসমূহ

করের সংজ্ঞা থেকে আমরা মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই। সরকার আয়ের উৎস হিসেবে করের উপর বেশি নির্ভরশীল। করের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো-

প্রথমত, কর বাধ্যতামূলক : করের সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় কর হলো সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ যার বিনিময়ে কোনো কিছু দাবি করা যায় না। সরকার তার প্রয়োজনে ব্যক্তি, সংস্থা বা সম্প্রদায়ের একটা অংশের উপর কর আরোপ করতে পারে। ব্যক্তি কর অস্বীকার করতে পারে না। তবে আপত্তি করতে পারে, আইনের আশ্রয় নিতে পারে। আবার কেউ কর প্রদান করতে অস্বীকার করলে সরকার আইনের মাধ্যমে করের অর্থ আদায় করতে পারে এবং শাস্তি দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কর সরকারের রাজস্বের বড় উৎস : সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রায় ৭০-৮০ ভাগই কর থেকে আসে। তাই রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস কর। সরকার করের উপর আস্থাশীল থাকতে পারে। সরকার তার ব্যয়ের আয়তন করের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে লক্ষ্য রেখেই নির্ধারণ করেন। করের ভিত্তি পরিবর্তন হলে এবং নতুন কর আরোপের সুযোগ থাকলে সরকার তা ব্যবহার করতে কার্পণ্য করেন না।

রাষ্ট্রীয় সেবা সবাই ভোগ করে, যা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হতে পারে। সরকারকে কর প্রদান করে কোনো প্রতিদান না পাওয়া গেলেও জনগণ অদৃশ্য যে প্রতিদান পায় তার মূল্য করের অর্থের চেয়ে অনেক বেশি। করের পেছনে আইনগত বৈধতার প্রশ্ন জড়িত।

তৃতীয়ত, কর ও সেবার সম্পর্ক অ-আনুপাতিক : করের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সেবার কোনো সম্পর্ক নেই। যিনি কর বেশি দেবেন তিনি সরকারি সেবা বেশি পাবেন, এমন কোনো নীতি নেই। বরং যিনি কর সরাসরি দেন না, তিনিও রাষ্ট্রীয় সেবা পাবেন। রাষ্ট্রীয় সাধারণ সেবা সবাই প্রয়োজন মতো ভোগ করেন। যেমন সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাহিনী না থাকলে প্রতিটি শিল্পপতি বা সম্পদশালীদের সেনাবাহিনী তৈরি করতে হতো। এখন এর প্রয়োজন নেই। আইন জনগণের সম্পদ রক্ষা করে। এর পেছনে সরকারের শক্তি কাজ করে। তাই করদাতারা তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা যতটুকু দরকার তা পেয়ে থাকেন। তবে সব রাষ্ট্রীয় সেবা সমান বা প্রয়োজন মতো পাওয়া সম্ভব নয়।

চতুর্থত, বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার : দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ও বেকার থেকে দেশকে রক্ষার উদ্দেশ্যে কর আরোপ করা হয়। মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণে কর ব্যবস্থার সাহায্য নেয়া হয়। দেশের আয় বৈষম্য নিয়ন্ত্রণে কর সবচেয়ে বেশি সহায়ক। সরকারের রাজস্ব আদায়ের উৎস হিসেবেই শুধু করের গুরুত্ব স্বীকার করা হয় না বরং বিশেষ উদ্দেশ্যে কর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি করের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

কর ধার্যের কানুনসমূহ (Canons of Taxation) :

কর আরোপের উদ্দেশ্য রাজস্ব সংগ্রহ করা। এজন্য একটি কাম্য কর কাঠামো গঠন করা দরকার। উন্নত কর কাঠামো গঠন করতে কিছু নির্ধারণী থাকা প্রয়োজন। যার মাধ্যমে সমাজে কর কাঠামোর যৌক্তিকতা যাচাই করা যায়। যৌক্তিকতাসহ কর আরোপ করতে না পারলে করের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। এজন্য প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Adam Smithচারটি নির্ধারণী প্রদান করেন। এছাড়া অর্থনীতিবিদগণ আরো কিছু নির্ধারণী প্রদান করেন যা নিম্নরূপ :

(১) সমতার কানুন (Canon of Equality) :

Adam Smith তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Wealth of Nations-এ বলেন, ‘সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক দেশের নাগরিককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর দেয়া উচিত। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থেকে যে যেরূপ সুযোগ ভোগ করবে সে সেই অনুপাতে সরকারি কাজের ব্যয় ভার বহন করবে।’ স্মিথ-এর বক্তব্য অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুসারে কর ভার বহন করবে। ফলে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নীতি অনুসারে কর প্রদানকারীদের যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা প্রত্যেক করদাতার জন্য সমান হতে হবে। ফলে সমাজের ত্যাগ হবে সর্বনিম্ন। এর অর্থ এই বোঝায় না যে, প্রত্যেক করদাতা একই পরিমাণ কর দেবে। বরং ধনী ব্যক্তি বেশি হারে এবং দরিদ্র ব্যক্তি কম হারে কর প্রদান করবে। স্মিথের এই বক্তব্য থেকে করের উপকার তত্ত্ব, কর প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব ও সেবার উৎপাদন ব্যয় তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এটি সরকারি অর্থ ব্যবস্থায় খুবই গুরুত্ব রাখে। প্রগতিশীল কর আরোপের সমর্থনে যে নীতি কাজ করে।

(২) নিশ্চয়তার কানুন (Canon of Certainty) :

করের প্রকৃতি, করের হার, কর কাঠামো ও কর আদায়ের ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সরকার ও করদাতা উভয়ের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। জনগণকে অবশ্যই ধারণা দিতে হবে কখন, কিভাবে, কি হারে, কতটুকু কর দিতে হবে। ফলে জনগণ কষ্ট করে হলেও কর পরিশোধ করে ভোগ ব্যয় মেটাতে পারে। আবার সরকার যাতে সহজে তার আয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পায় কর কাঠামোতে তা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বাজেট প্রণয়ন সহজ হবে।

Adam Smith তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Wealth of Nations-এ বলেন, ‘সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রত্যেক দেশের নাগরিককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কর দেয়া উচিত। অর্থাৎ রাষ্ট্রের আশ্রয়ে থেকে যে যেরূপ সুযোগ ভোগ করবে সে সেই অনুপাতে সরকারি কাজের ব্যয় ভার বহন করবে।’

(৩) সুবিধার কানুন (Canon of Convenience) :

এই সূত্র অনুসারে কর নির্বাচন, কর আরোপ এবং কর আদায় যেন করদাতা ও সরকারের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। অ্যাডাম স্মিথ বলেন, 'প্রত্যেক কর এমন সময়ে বা এমনভাবে আরোপ করতে হবে যাতে কর প্রদানকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।' যে পদ্ধতিতে কর প্রদান ও কর আদায় করা জনগণের জন্য সুবিধাজনক সেই পদ্ধতিতে কর আরোপ করা দরকার। কর আরোপ ও কর আদায় করতে সময় ও সম্পদ যাতে কম ব্যয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যক্ষ কর আরোপ ও আদায়ে সময় ও সম্পদ ব্যয় বেশি। অন্যদিকে পরোক্ষ কর খুব সহজেই ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়। ভোক্তারা পরোক্ষ কর প্রদান করতে তেমন অসুবিধার সম্মুখীন হয় না। বাংলাদেশের মতো দেশে পরোক্ষ কর সুবিধা কানুনের প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত।

প্রত্যক্ষ কর আরোপ ও আদায়ে সময় ও সম্পদ ব্যয় বেশি। অন্যদিকে পরোক্ষ কর খুব সহজেই ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা হয়।

(৪) মিতব্যয়িতার কানুন (Canon of Economy) :

কর সংগ্রহের জন্য সরকারকে ব্যয় করতে হয়। কর আরোপ করার ফলে কর আদায়ে ব্যয় যাতে খুবই কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কর থেকে অর্জিত আয়ের চেয়ে কর আদায়ের ব্যয় যদি বেশি হয় তবে কর সমাজে দুঃখ কষ্টই বাড়াবে। ব্যয়বহুল কর যতদূর সম্ভব পরিহার করতে হবে। যেমন বাংলাদেশে ভূমি রাজস্ব আয় এবং ব্যয় প্রায় সমান। মিতব্যয়িতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের কর পরিহার করা উচিত।

(৫) উৎপাদনশীলতার কানুন (Canon of Productivity) :

কর আরোপের মুখ্য উদ্দেশ্য রাজস্ব সংগ্রহ করা। তাই করারোপের আগে অবশ্যই বিচার-বিবেচনা করা উচিত যাতে পর্যাণ্ড রাজস্ব সংগৃহীত হয়। নতুন কর যদি বেশি রাজস্ব সংগ্রহে সহায়ক হয় তবে করটি উৎপাদনশীল এটি বলা যায়। বেশি সংখ্যক কর পরিহার করে এমন এক বা একাধিক কর আরোপ করা দরকার যাতে অধিক রাজস্ব সংগ্রহে সহায়ক হয়। আয়কর, টার্নওভার ট্যাক্স, মূল্য সংযোজন কর, যাকাত ইত্যাদি কর আরোপের চিন্তা না করে বেশি রাজস্ব প্রদানকারী একটি বা একাধিক কর এমনভাবে আরোপ করা প্রয়োজন যাতে ইম্পিত রাজস্ব সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে কর ব্যবস্থা উৎপাদনশীল হবে।

(৬) সরলতার নীতি (Canon of Simplicity) :

এই নীতি অনুসারে কর ব্যবস্থা অত্যন্ত সহজবোধ্য হওয়া প্রয়োজন। যাতে করদাতা সহজে বুঝতে পারে এবং কর পরিশোধে জটিলতা না দেখা দেয়। কর ব্যবস্থা জটিল হলে করদাতা কর উপদেষ্টার সাহায্য নিতে বাধ্য হয় এবং করের প্রতি অনীহা আসে। জটিল কর ব্যবস্থা দুর্নীতির সৃষ্টি করে। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা কর ব্যবস্থা সরল করার জন্য সুপারিশ করেন।

(৭) স্থিতিস্থাপকতার নীতি (Canon of Elasticity) :

কর হার অবশ্যই স্থিতিস্থাপক হওয়া উচিত। কর হার সহজে পরিবর্তনযোগ্য হলে কর কাঠামো স্থিতিস্থাপক বলে প্রতীয়মান হবে। অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে কর হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার মন্দা কালে কর হার হ্রাস করে মূল্যস্তর বৃদ্ধি করা যায়। সরকার তার রাজস্ব হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য কর হার পরিবর্তন করতে পারলে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা যেতে পারে।

অর্থনীতির সমৃদ্ধিতে কর হার বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আবার মন্দা কালে কর হার হ্রাস করে মূল্যস্তর বৃদ্ধি করা যায়।

(৮) বিভিন্নতার নীতি (Canon of diversity) :

এই নীতি অনুসারে একটি মাত্র করের উপর নির্ভর করা ঠিক না। কারণ করদাতা কর ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে। যদি একাধিক কর আরোপ করা হয় তবে এরূপ ফাঁকি দেয়া সহজ হবে না। যে শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর যে ধরনের কর আরোপ করলে ফাঁকি দিতে পারবে না তাদের উপর সেই ধরনের কর আরোপ করা উচিত। ভোক্তাদের উপর ব্যয় কর বা দ্রব্য কর, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীর উপর আয়কর, মুনাফা কর বা মূল্য সংযোজনী কর আরোপ করা উচিত।

(৯) সমন্বয়ের নীতি (Canon of Co-ordination) :

বিভিন্ন ধরনের করের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। কর আরোপকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। একই ব্যক্তি বা দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় সরকার যদি কর আরোপ করে তবে কর জনগণের কাছে বোঝা রূপে চিহ্নিত হবে। তাই স্থানীয় সরকার, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র থাকা আবশ্যিক। যাতে করের মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হয় এবং জনগণ কষ্ট না পায়।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রীয় সেবা সবাই ভোগ করে, যা দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান হতে পারে। সরকারকে কর প্রদান করে কোনো প্রতিদান না পাওয়া গেলেও জনগণ অদৃশ্য যে প্রতিদান পায় তার মূল্য করের অর্থের চেয়ে অনেক বেশি। করের পেছনে আইনগত বৈধতার প্রশ্ন জড়িত। করের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে। কর নির্ধারণের জন্য যেসব কানুন রয়েছে সেগুলো হলো- সমতার কানুন, নিশ্চয়তার কানুন, সুবিধার কানুন, মিতব্যয়িতার কানুন ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

- ১। কর ও সেবার সম্পর্ক আনুপাতিক। সত্য/মিথ্যা
- ২। স্মিথ-এর মতে, প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুসারে কর ভার বহন করবে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। করের সমতার কানুন কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। করের সংজ্ঞাসহ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।
- ২। করের কানুনসমূহ কি? ব্যাখ্যা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. মিথ্যা ২. সত্য

কর ব্যবস্থার তত্ত্বসমূহ, বাংলাদেশের কর কাঠামো বিশ্লেষণ

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- কর ব্যবস্থার তত্ত্বসমূহ
- তত্ত্বের প্রয়োগ ও ত্রুটি
- বাংলাদেশের কর কাঠামো

করভার বন্টনে সমতা

কর সরকারি কার্যাবলীর অর্থসংস্থান করে অর্থাৎ সরকারি ব্যয়ের অর্থসংস্থান করে। ধারণা করা হয় যে, সরকারি ব্যয় থেকে দেশের নাগরিকরা সবাই সমভাবে উপকৃত হয়। সুতরাং করভার সব করদাতার মধ্যে সমভাবে বন্টিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ করদাতাগণ প্রত্যেকে করের 'ন্যায্য অংশভাগ' (Fair share) বহন করা উচিত। তবে করভার বন্টনে সমতা বা ন্যায্যতার প্রশ্নটি অনিবার্যরূপে একটি মূল্য বিচারের (Value judgement) প্রশ্ন। সমতাবিশিষ্ট করভার বন্টনের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। সম-সাময়িক সমাজের মানুষের মনোভঙ্গির ঐকমত্যের উপর ভিত্তি করে এরূপ সমতাভিত্তিক করভার বন্টন নির্দেশ করা যায়। করভার বন্টনে সমতার প্রশ্নের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে : সম-অবস্থার প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সমআচরণ করা (Equal treatment of equals) এবং অসম অবস্থার ব্যক্তিদের প্রতি গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক আচরণ করা (Acceptable relative treatment of persons in different circumstances)।

করভার বন্টনে সমতার প্রশ্নের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে : সম-অবস্থার প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সমআচরণ করা এবং অসম অবস্থার ব্যক্তিদের প্রতি গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক আচরণ করা।

প্রথম উপাদানটি নিয়ে বিশেষ কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু দ্বিতীয় উপাদানটি নিয়ে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়। এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, যারা 'অধিক ভালো অবস্থায় আছে' তারা অধিক পরিমাণে কর প্রদান করবে অর্থাৎ করের অধিকতর বোঝা বহন করবে। কিন্তু 'ভালো অবস্থা' কাকে বলে এবং বিভিন্ন অবস্থার ব্যক্তিদের উপর আপেক্ষিক করভার কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে এবং এর সম্পূর্ণ সন্তোষজনক সমাধান নেই।

সম-অবস্থা বলতে কি বোঝায়, অসম-অবস্থার পরিমাপ কি ইত্যাদি বিষয় বিচার-বিবেচনা করে সমতার ভিত্তিতে করভার বন্টনের দুটি প্রধান তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে- উপকার তত্ত্ব এবং প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব।

উপকার তত্ত্ব বা নীতি

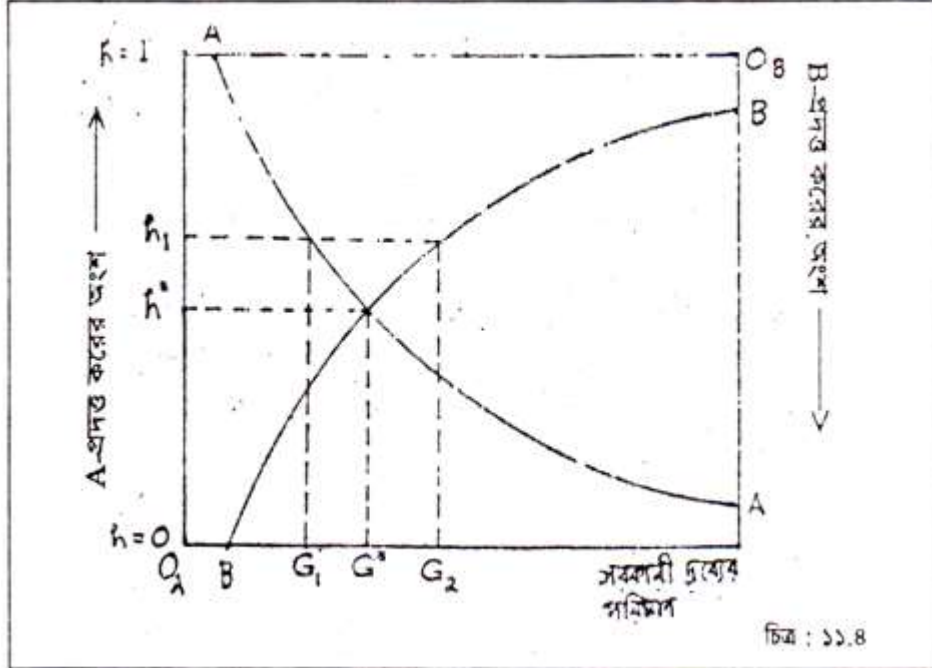
(Benefit theory of Principle)

উপকার তত্ত্ব বহু লেখকের অবদানে সমৃদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর লেখকগণ সর্ব প্রথম করভার বন্টনের এই তত্ত্বের ধারণা প্রদান করেন। এই তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদ্যোক্তা হলেন সুইডেনের এরিক লিঙল। তিনি ১৯১৯ সালে এই তত্ত্বের একটি আধুনিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

করের উপকার তত্ত্বের শিকড় সরকারি অর্থ শাস্ত্রের দাম তত্ত্ব বা স্বেচ্ছাকৃত বিনিময় তত্ত্বের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কোনো ব্যক্তি কোনো (ব্যক্তিগত বা সরকারি) দ্রব্যের ভোগ এমনভাবে বিন্যস্ত করে যেন ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপকার ও এর প্রান্তিক খরচ পরস্পর সমান হয়। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সরকারি দ্রব্য ভোগ করে ব্যক্তির যে উপকার লাভ করে, প্রত্যেকের কাছ থেকে সে অনুপাতে কর আদায় করা উচিত। অর্থাৎ ন্যায্য ও সমতার ভিত্তিতে করভার বন্টন করতে হলে সরকারি দ্রব্যের ভোগ থেকে যে ব্যক্তি যতটা উপকার লাভ করে তাকে সে অনুপাতে করভার বহন করতে হবে। এটা

স্পষ্ট যে, 'সম-অবস্থা' বলতে এ তত্ত্বে সম-উপকার বোঝানো হয়েছে। ফলে লব্ধি উপকারের ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যক্তির করভারের তারতম্য ঘটবে। ব্যক্তিদের আয়ের কাম্য নিয়োগবিন্যাস অর্জনের জন্য এবং সরকারের কার্যাবলীর কাম্য স্তর নির্ধারণের জন্য সব করকে এখানে দাম হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং দামরূপ কর আদায় কিরূপে ন্যায্যভাবে সম্পন্ন করা যায় তা এই তত্ত্বে বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং উপকার তত্ত্ব শুধু করভার বন্টনের তত্ত্বই নয় বরং এটা কর ও সরকারি ব্যয় নীতি যুগপৎভাবে নির্ধারণের তত্ত্ব। সরকারি দ্রব্যের কাম্য স্তর এবং এই পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহে যে খরচ হয় তা বিভিন্ন উপকৃত ব্যক্তির মধ্যে ন্যায্যভাবে বন্টন কিভাবে নির্ধারণ করা যায় তা আমরা লিভলের মডেলের সাহায্যে দেখাতে পারি।

মনে করি, সমাজে একটি সরকারি দ্রব্য G সরবরাহ করা হয় যা সমাজে বসবাসকারী দু'জন ব্যক্তি, A ও B সমানভাবে ভোগ করে। এখন সমস্যা হলে G -এর কাম্য স্তর G^* নির্ধারণ এবং G^* সরবরাহের জন্য যে খরচ হয় তা নির্বাহ করার জন্য A ও B ব্যক্তির মধ্যে ভারসাম্য করভার বন্টন। মনে করি, A ব্যক্তি করের h অংশ বহন করে, তাহলে যদি $0 \leq h \leq 1$ হয়, তাহলে B ব্যক্তি করের $(1-h)$ অংশ বহন করবে। ১১.৪ নং চিত্রের সাহায্যে সমস্যাটি বিশ্লেষণ করা যায়। ১১.৪ নং চিত্রের অনুভূমিক অক্ষে সরকারি দ্রব্য G -এর পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে।



বাম দিকের উল্লম্ব অক্ষে A ব্যক্তির কর অংশ h এবং ডান দিকের উল্লম্ব অক্ষে উল্টোদিক থেকে B ব্যক্তির কর অংশ $(1-h)$ পরিমাপ করা হয়েছে। AA ও BB রেখা দুটি যথাক্রমে A ও B ব্যক্তির সরকারি দ্রব্যের চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। AA রেখাটি O_A বিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে এবং BB রেখাটি O_B বিন্দুকে মূল বিন্দু ধরে অঙ্কন করা হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, চাহিদা রেখা দুটি ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির অনুমিত শর্তের উপর নির্ভর করে অঙ্কিত হয়েছে। মনে করি, প্রথমে A ব্যক্তির জন্য h_1 কর অংশ নির্ধারণ করা হলো (অর্থাৎ B ব্যক্তির জন্য $1-h_1$ কর অংশ)। এ অবস্থায় A ব্যক্তি G_1 পরিমাণ সরকারি দ্রব্য ভোগ করতে চায়, কিন্তু B ব্যক্তি চায় G_2 পরিমাণ সরকারি দ্রব্য। স্পষ্টতই দু'ব্যক্তির চাহিদার মধ্যে মত পার্থক্য রয়েছে এবং ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং আবার একটি বিকল্প কর অংশ প্রস্তাব করা হয় এবং A ও B ব্যক্তির সরকারি দ্রব্যের চাহিদা তুলনা করা হয়।

এটা সহজে দৃষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না h^* কর অংশে উপনীত হওয়া যায় ততক্ষণ এই tatonment প্রক্রিয়া চলতে থাকে। h^* কর অংশে উভয় ব্যক্তিই সরকারি দ্রব্যের একমাত্র স্তর G^* পেতে চায়। অর্থাৎ প্রদত্ত চাহিদা রেখার ভিত্তিতে G^* হচ্ছে সরকারি দ্রব্যের কাম্য স্তর এবং এই পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের জন্য যে খরচ হয় তা কর হিসেবে A ব্যক্তির কাছ থেকে h^* অংশ এবং B ব্যক্তির কাছ থেকে $1-h^*$ অংশ আদায় করা হয়। এটা স্পষ্ট যে, যদিও উভয় ব্যক্তি সরকারি দ্রব্য সমপরিমাণে (G^*) ভোগ করে, তারা কর অংশ সমানভাবে বহন করে না। কর অংশ নির্ভর করে তাদের ব্যক্তিগত চাহিদার উপর অর্থাৎ তাদের সরকারি দ্রব্যের ব্যক্তিগত মূল্যায়নের উপর বা পছন্দক্রমের উপর। এই বিশেষ ক্ষেত্রে A ব্যক্তির কর অংশ ভাগ B ব্যক্তির কর অংশ ভাগ অপেক্ষা কম ($h^* < (1-h^*)$)।

উপকার তত্ত্বের প্রয়োগ

বাস্তব জগতে কর কাঠামো উদ্ভাবনে উপকার তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা পরীক্ষা করে দেখব। আমরা বিভিন্ন প্রকার কর উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এ তত্ত্বের প্রয়োগ বিচার করব।

(১) সাধারণ উপকার কর (A general benefit tax) :

দেশে শুধু উপকার কর প্রচলিত থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তির সরকারি দ্রব্যের চাহিদা অনুযায়ী তার উপর কর আরোপ করা হবে। বিভিন্ন ব্যক্তির পছন্দক্রম বিভিন্ন বলে সব লোকের উপর কোনো সাধারণ কর ফরমুলা প্রয়োগ করা যায় না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব মূল্যায়ন অনুযায়ী তার উপর কর আরোপ করা হবে। আমরা চাহিদা তত্ত্ব থেকে জানি যে, কোনো দ্রব্যের চাহিদা দ্রব্যটির দামও ভোক্তার আয়ের উপর নির্ভর করে। দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট দ্রব্য (inferior good) না হয়, তাহলে ভোক্তার আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যে, কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারি দ্রব্যের জন্য উচ্চ আয়ের লোকেরা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। এ অনুযায়ী বিভিন্ন আয়ের লোকের উপর বিভিন্ন হারে উপকার কর আরোপ করা যায়। তবে এরূপে আরোপিত কর প্রগতিশীল হবে কিনা তা নির্ভর করে সামাজিক দ্রব্যের আয় ও দাম স্থিতিস্থাপকতার উপর। আমরা জানি, দ্রব্যের চাহিদার (Q) আয় (Y) স্থিতিস্থাপকতা $E_y = (\Delta Q/Q) / (\Delta Y/Y)$ এবং চাহিদার দাম (P) স্থিতিস্থাপকতা $E_p = (\Delta Q/Q) / (\Delta P/P)$ যেখানে $\Delta =$ সামান্য পরিবর্তন। এখান থেকে আমরা পাই করদামের (P) আয় স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity of tax price), $(\Delta P/P) / (\Delta Y/Y) = E_y / E_p$ । এই স্থিতিস্থাপকতা আয় বৃদ্ধি পেলে করদাম শতকরা কি হারে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি পেলে আরোপিত কর শতকরা কি হারে বৃদ্ধি পাওয়া উচিত, তা প্রদান করে। যদি এই স্থিতিস্থাপকতার মান একক হয় তাহলে দাম ও আয় একই শতকরা হারে বৃদ্ধি পায় এবং দাম ও আয়ের অনুপাত স্থির থাকে। সুতরাং করটি হবে সমানুপাতিক। অনুরূপভাবে যদি $E_y / E_p > 1$, দাম ও আয় অনুপাত বৃদ্ধি পায় এবং করটি হবে প্রগতিশীল এবং যদি $E_y / E_p < 1$ হয় তাহলে করটি হবে অধোগতিশীল (regressive)। সুতরাং উদ্ভূত করকাঠামো সমানুপাতিক যদি $E_y = E_p$, প্রগতিশীল যদি $E_y > E_p$

এবং অধোগতিশীল যদি $E_y < E_p$

আমাদের মনে রাখতে হবে, এই ফরমুলা আকর্ষণীয় হলেও এর বাস্তব প্রয়োগ সহজ নয়। কারণ, ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাজার পর্যবেক্ষণ থেকে যেমন আমরা দ্রব্যের দাম ও আয় স্থিতিস্থাপকতা হিসেব করতে পারি, সরকারি দ্রব্যের ক্ষেত্রে তা পারি না। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারি দ্রব্যের আয় ও দাম স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হতে পারে বলে দেশের সামগ্রিক কর কাঠামো নির্ধারণের বিষয়টি আরো জটিল হয়ে যায়। তবে এই অনুশীলনের মূল্য এই যে, উপকার করও যে প্রগতিশীল হতে পারে তা আবিষ্কার করা।

কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারি দ্রব্যের জন্য উচ্চ আয়ের লোকেরা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। এ অনুযায়ী বিভিন্ন আয়ের লোকের উপর বিভিন্ন হারে উপকার কর আরোপ করা যায়। তবে এরূপে আরোপিত কর প্রগতিশীল হবে কিনা তা নির্ভর করে সামাজিক দ্রব্যের আয় ও দাম স্থিতিস্থাপকতার উপর।

(২) নির্দিষ্ট উপকার কর (Specific benefit taxes) :

সাধারণ উপকার করের ধারণা একটি তাত্ত্বিক প্রত্যয় হিসেবে আকর্ষণীয়। কিন্তু উপকার তত্ত্বের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় বিভিন্ন করের ক্ষেত্রে, যেখানে উপকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত উপকারে পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কর আদায় করা যায়। আলোচ্য সরকারি দ্রব্যটির জন্য অর্থসংস্থান করা হয় ফি, ব্যবহারকারীর দাম (usercharges) বা উপশুল্ক (toll) আদায় করে। লাইসেন্স, শহর পরিবহন, বিমানবন্দরের সুবিধা ইত্যাদির জন্য অর্থ আদায় মোটামুটি এই পর্যায়ে পড়ে।

(৩) দাম আদায়ের পরিবর্তে কর (Taxes in lieu of charges) :

যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক ব্যবহারের জন্য প্রত্যক্ষ দাম আদায় না করে গ্যাসোলিন ও মোটর গাড়ির উপর কর আরোপ করা হয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে দাম আদায় করা অভিপ্রেত কিন্তু খুবই ব্যয়বহুল। এসব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ দাম আদায়ের পরিবর্তে পরিপূরক দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা যায়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রে সড়ক ব্যবহারের জন্য প্রত্যক্ষ দাম আদায় না করে গ্যাসোলিন ও মোটর গাড়ির উপর কর আরোপ করা হয়।

উপকার তত্ত্বের সুবিধা (Merits of benefit theory)

নিম্নলিখিত যুক্তির ভিত্তিতে উপকার তত্ত্ব সমর্থন করা হয়।

- (১) আমরা জানি যে, ব্যক্তিগত দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকার্য ভোগ করে তাকে সে অনুযায়ী দাম প্রদান করতে হয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে সরকারি দ্রব্যের ভোগ থেকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ উপকার লাভ করে তাকে সেই পরিমাণ কর প্রদান করা উচিত।
- (২) এই তত্ত্ব অনুসারে কর ধার্য না করে যদি অন্য কোনো তত্ত্বের ভিত্তিতে কর-কাঠামো উদ্ভাবন করা হয় তার অর্থ হবে এক ব্যক্তি যা ভোগ করে অন্য এক ব্যক্তি তার জন্য দাম প্রদান করে। কিন্তু একের ভোগের জন্য অন্যের ত্যাগ স্বীকার সমর্থন করা যায় না।
- (৩) উপকার তত্ত্ব বাজেটের কর ও ব্যয় উভয় দিক বিবেচনা করে। পক্ষান্তরে প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব শুধু বাজেটের করের দিকটি নিয়ে আলোচনা করে। সুতরাং উপকার তত্ত্ব প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের তুলনায় পূর্ণতর আলোচনা প্রদান করে।
- (৪) উপকার তত্ত্ব সরকারি কার্যের পরিমাণ ও কর অংশ বন্টন যুগপৎভাবে নির্ধারণের একটি কৌশল প্রদান করে।
- (৫) উপকার তত্ত্ব সরকারি দ্রব্য উৎপাদন ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ পরিমাণে উৎপাদিত হতে সাহায্য করে। এর ফলে সরকারি দ্রব্যের উৎপাদন সামগ্রিক চাহিদার তুলনায় কম বা বেশি হতে পারে না। ফলে জাতীয় সম্পদের অপচয়ও হয় না।
- (৬) উপকার তত্ত্বের আরেকটি বিশেষ দিক হলো, এটি সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির পছন্দক্রমের সঙ্গে সরকারি দ্রব্যের যোগানের সংযুক্তি ঘটায়। কিন্তু এসব সুবিধা থাকলেও এ তত্ত্বের কিছু মৌলিক ত্রুটি রয়েছে।

উপকার তত্ত্বের ত্রুটিসমূহ (Limitations of Benefit Theory)

- (১) ব্যক্তিগত দ্রব্য ও সরকারি দ্রব্যের মধ্যে তুলনা অযৌক্তিক। কারণ, যেসব দ্রব্য ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন করা সম্ভবপর হয় না, সেসব দ্রব্য যোগানের জন্যই সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়। তাছাড়া, অধিকাংশ সময় সরকারের কার্য থেকে সবাই সাধারণভাবে উপকৃত হয়। একজন ব্যক্তি সরকারি কার্য থেকে কতটুকু উপকার লাভ করে তা পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায় না। উপকার তত্ত্বের ভিত্তিতে করভার বন্টন করতে হলে বিভিন্ন ব্যক্তির উপকারের পরিমাণ সম্পর্কে জানতে হবে। সাধারণত আয়, সম্পদ ইত্যাদিকে উপকারের সূচক হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তির প্রাপ্ত উপকারের সঙ্গে তার আয় ও সম্পদের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে উপকার তত্ত্ব অনুযায়ী কর ধার্য করলে

তা প্রাপ্ত প্রকৃত উপকারের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হয়।

(২) কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের প্রাপ্ত উপকারের পরিমাণ পরিমাপযোগ্য হলেও উপকার তত্ত্ব অনুসারে করভার বন্টন করা যায় না। কারণ, এসব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আয় পুনর্বন্টন সম্পর্কে প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হতে দেখা যায়। এ তত্ত্ব অনুযায়ী করভার বন্টন করলে অনেক ক্ষেত্রে ধনী ও দরিদ্র উভয়কে সম-পরিমাণ কর প্রদান করতে হয়। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির কর প্রদানের অর্থ তার জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভোগ উৎসর্গ করা। অন্যদিকে ধনী ব্যক্তির কর প্রদানের অর্থ বিলাস দ্রব্যের ভোগ ত্যাগ করা বা সঞ্চয়ের অংশ বিশেষ উৎসর্গ করা। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে উপকার তত্ত্ব সমর্থন করা যায় না।

তাছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি থেকে দরিদ্র জনসাধারণ ধনীদের তুলনায় বেশি উপকার লাভ করে। এর অর্থ এসব সেবাকার্যের জন্য দরিদ্রদেরকে ধনী অপেক্ষা অধিক হারে কর প্রদান করতে হবে। কিন্তু এই যুক্তি আধুনিক কল্যাণমুখী চিন্তাধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এক কথায়, এই তত্ত্ব সরকারের আয়ের পুনর্বন্টন উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে সরকার এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃত আয় হ্রাসের পরিবর্তে অন্য এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করতে চায়, তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

(৩) করভার বন্টনের এই সূত্র করের প্রচলিত সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কেননা, কর বাধ্যতামূলক এবং করের সঙ্গে প্রাপ্ত উপকারের কোনো প্রত্যক্ষ বিনিময়ে প্রত্যর্পণ সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই তত্ত্ব অনুসারে আরোপিত কর সরকারি দ্রব্যের জন্য স্বেচ্ছামূলক দাম প্রদান এবং উপকারের সঙ্গে করের প্রত্যক্ষ বিনিময়ে প্রত্যর্পণ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে। ফলে এ ধরনের কর, কর না হয়ে দামের চরিত্র লাভ করে।

(৪) উপকার তত্ত্ব, বিশেষত লিডলের স্বেচ্ছামূলক বিনিময় নীতি, সরকারি দ্রব্যের জন্য ব্যক্তিগণ তাদের সঠিক পছন্দক্রম প্রকাশ করে এই অনুমিত শর্তের ভিত্তি উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সরকারি দ্রব্যের জন্য পছন্দক্রম অনুযায়ী দাম প্রদান করতে হলে ব্যক্তিগণ কখনই তাদের সঠিক পছন্দক্রম প্রকাশ করবে না বরং তা কমিয়ে বলবে। কেননা, সঠিক পছন্দক্রম ব্যক্ত না করেও ব্যক্তিগণ সরকারি দ্রব্য ভোগ করতে পারে। একমাত্র ভোটে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই পছন্দক্রম নির্ধারণ করা যায়।

(৫) ব্যক্তিদের সঠিক পছন্দক্রম কোনো না কোনোভাবে জানা থাকলেও উপকার নীতি প্রয়োগ করে সামাজিক দ্রব্যের কাম্য পরিমাণ অনন্যভাবে (uniquely) নির্ধারণ করা এবং এই উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ ব্যক্তিগত দ্রব্য উৎসর্গ করতে হবে এবং কোন ব্যক্তি অধিক পরিমাণে বা কোন ব্যক্তি কম পরিমাণে উৎসর্গ করবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আয়ের কাম্য বন্টন সম্পর্কে অর্থনীতি বহির্ভূত মূল্য বিচারের ব্যবহার ব্যতীত উপকার নীতি প্রয়োগ দ্বারা সামাজিক দ্রব্যের কাম্য পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কর কাঠামো উদ্ভাবনের নীতি হিসেবে উপকার তত্ত্বের কিছু সুবিধা থাকলেও এটা বহুবিধ অসুবিধার ভারে পীড়িত। প্রকৃতপক্ষে সরকারি দ্রব্যের খরচ বন্টনের নীতি হিসেবে এটি সাধারণত সমতা সূত্রের পরিপন্থী এবং সামগ্রিক কর কাঠামো নির্ধারণে এর প্রয়োগসিদ্ধতা সীমিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেখানে ব্যক্তিদের প্রাপ্ত উপকারের পরিমাণ পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায় এবং সেখানে কর ভার বন্টন সমতা সূত্রের পরিপন্থী নয়, সেসব ক্ষেত্রে করভার বন্টনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ করা যায়। যেমন, সড়ক ব্যবহারের জন্য গ্যাসোলিন ও মোটর গাড়ির উপর কর, পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিবহন ব্যবস্থা প্রকৃতি থেকে উপকার লাভের জন্য স্থানীয় কর, স্থানীয় কোনো উন্নয়ন কাজের জন্য বিশেষ কর ইত্যাদি এই পর্যায়ভুক্ত।

প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব (Ablity to Pay Theory) :

প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বটি বহু অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ ও রাজনীতিবিদের অবদানে সমৃদ্ধ। এই তত্ত্বের ধারণাটি অতি পুরনো। এই তত্ত্ব শুধু রাজস্ব আদায়ের দিকই নির্দেশ করে না বরং অর্থনৈতিক কল্যাণ সর্বোচ্চকরণ এবং আয় বন্টনে সমতার দিকও নির্দেশ করে। এই তত্ত্বটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সর্ব

সাধারণত আয়, সম্পদ ইত্যাদিকে উপকারের সূচক হিসেবে গণনা করা হয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তির প্রাপ্ত উপকারের সঙ্গে তার আয় ও সম্পদের কোনো সম্পর্ক নাও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে উপকার তত্ত্ব অনুযায়ী কর ধার্য করলে তা প্রাপ্ত প্রকৃত উপকারের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন হয়।

উপকার তত্ত্ব সরকারের আয়ের পুনর্বন্টন উদ্দেশ্য, যার মাধ্যমে সরকার এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃত আয় হ্রাসের পরিবর্তে অন্য এক শ্রেণীর লোকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করতে চায়, তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে।

প্রথম Guicciardini-এর নিবন্ধে প্রকাশিত হয়। তিনি আনুপাতিক আয়করের পক্ষে যুক্তি দেখান। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে Bodin কর প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। এর পর বহু লেখক যেমন মানবতাবাদী রুশো (Rousseau), আদর্শবাদী সংস্কারক Sismondi, বাজার বিধির প্রবক্তা Say, J.S. Mill, সমাজবাদী Wagner এবং নিউডিলের প্রবক্তা Roosevelt কর প্রদানের সামর্থ্য তত্ত্বের উপর অবদান রাখেন। তাদের বক্তব্যের মূল কথা ছিল 'Equality in taxation means equality of Sacrifice'।

J.S. Mill করের উপকার তত্ত্বকে পুরোপুরি বর্জন করেন এবং প্রদান ক্ষমতা ও তত্ত্বের উৎকৃষ্টতা যাচাই করেন। প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়।

প্রথমত : ব্যয়ের দিক বিবেচনা করে তথা ব্যয় দেয় ধরে নিয়ে করের বন্টন প্রক্রিয়া কি হবে তা প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের গুরুত্ব পায়।

দ্বিতীয়ত : প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব সমাজের মোট ত্যাগ সর্বনিম্নকরণের জন্য করের বন্টনকে ন্যায্যপারায়ণতার চেয়ে কল্যাণমূলক অর্থনীতির দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করে। যেখানে ব্যয়ের দিক বিবেচনা করা হয় না।

তৃতীয়ত : বাজেটে ব্যয়ের দিককেও কর বন্টনের মতো গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ব্যয় প্রক্রিয়ায় যৌক্তিকতা দ্বারা কল্যাণ সর্বোচ্চকরণ করা যায়।

কর প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের মূল কথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুসারে কর প্রদান করবে। কর প্রদান থেকে প্রত্যেকের ত্যাগ পরস্পর সমান হবে। ধনীদের ত্যাগ এবং কম আয়ের ব্যক্তিদের ত্যাগ পরস্পর সমান হবে। ধনীদের ত্যাগ এবং কম আয়ের ব্যক্তিদের ত্যাগ পরস্পর সমান হলে সমাজের আয় বন্টনে সমতা আসবে। সমাজকল্যাণ সর্বোচ্চকরণে সহায়তা করবে। কর প্রদানের সামর্থ্যের সূচক হিসেবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন বস্তুগত সূচকের কথা উল্লেখ করেন। কর প্রদানের সামর্থ্যের সূচক হিসেবে তিনটি ভিত্তি হলো-

কর প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের মূল কথা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের সামর্থ্য অনুসারে কর প্রদান করবে। কর প্রদান থেকে প্রত্যেকের ত্যাগ পরস্পর সমান হবে। ধনীদের ত্যাগ এবং কম আয়ের ব্যক্তিদের ত্যাগ পরস্পর সমান হলে সমাজের আয় বন্টনে সমতা আসবে। সমাজকল্যাণ সর্বোচ্চকরণে সহায়তা করবে। কর প্রদানের সামর্থ্যের সূচক হিসেবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন বস্তুগত সূচকের কথা উল্লেখ করেন। কর প্রদানের সামর্থ্যের সূচক হিসেবে তিনটি ভিত্তি হলো-

(i) **সম্পত্তি** : সম্পত্তি হলো কর প্রদানের অন্যতম সূচক। কোন পরিবারের কি পরিমাণ সম্পদ আছে তার উপরেই নির্ভর করবে। আয়ের চেয়ে সম্পদ বেশি নিরাপদ এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ।

(ii) **আয়** : ব্যক্তির বা পরিবারের আয় করের সূচক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। যাদের আয় বেশি তাদের কল্যাণ বেশি। জীবন ধারণ উপযোগী আয়ের চেয়ে বেশি আয়কে করের আওতায় আনা যেতে পারে। আয়কে নির্ধারক হিসেবে ধরে নিলে করে সমতা রক্ষা করা সহজ হয়।

(iii) **ব্যয়** : ভোগ কর প্রদানের সামর্থ্য হিসেবে ভূমিকা পালন করে। কারণ ব্যয়ের মাধ্যমে ব্যক্তির সত্যিকার উপযোগ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। ভোগ ব্যয়কে কর প্রদানের সামর্থ্যের সূচক হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন J.F. Due এবং Nicholas Kaldor। ভোগ ব্যয়ের উপর কর আরোপ করলে দ্বৈত কর সমস্যা থাকে না।

J.S. Mill-এর প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বসমত্যাগ ধারণাসমূহ কর হার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমত্যাগ ধারণাসমূহের উন্নয়নে অবদান রাখেন Cohen-stuart এবং Edgeworth. তারা সমত্যাগ ধারণাসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করেন।

(i) **চরম সমত্যাগ (Equal Absolute Sacrifice)** : চরম সমত্যাগ বলতে কর প্রদানের ফলে মোট ত্যাগের পরিমাণ প্রত্যেক ব্যক্তির সমান হবে। গাণিতিকভাবে-

$$\text{সমচরম ত্যাগ (Equal Absolute Sacrifice)} = U(Y) - U(Y-T)$$

(ii) **সমানুপাতিক ত্যাগ (Equal Proportional Sacrifice)** : এই নীতি অনুসারে কর প্রদানের ফলে ত্যাগের পরিমাণ ও মোট আয়ের উপযোগের অনুপাত প্রত্যেক ব্যক্তির সমান হবে। গাণিতিকভাবে-

ধরা যাক, MG পরিমাণ কর আরোপ করা হবে। সমচরম ত্যাগনীতি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তির মোট ত্যাগের পরিমাণ সমান হতে হবে।

যেখানে A ব্যক্তি NG পরিমাণ কর প্রদান করবে এবং B ব্যক্তি TH পরিমাণ কর প্রদান করবে এবং $NG+TH=MG$ ।

চিত্রের A ব্যক্তির মোট উপযোগ হ্রাস $EP=B$ ব্যক্তির মোট উপযোগ হ্রাস KQ ।

সমানুপাতিক ত্যাগনীতি অনুসারে A ব্যক্তির কর প্রদান করবে RG এবং B ব্যক্তি কর প্রদান করবে SH।

যেখানে $RG+SH=MG$ এই ক্ষেত্রে ত্যাগের অনুপাত হলো $\frac{EW}{IE} = \frac{KU}{JK}$ ।

অন্যদিকে সমপ্রান্তিক ত্যাগ নীতি অনুসারে A ব্যক্তি কর প্রদান করবে VG পরিমাণ এবং B ব্যক্তির কর প্রদান করবে VH পরিমাণ।

যেখানে $VG+VH=MG$ প্রত্যেকের প্রান্তিক ত্যাগ V_n পরিমাণ সেখানে মোট ত্যাগ $EX+KY$ সর্বনিম্ন।

উল্লেখ্য, আয়ের মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ সংখ্যার মাধ্যমে পরিময়ে এবং প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান বিবেচনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সমত্যাগ ধারণার শ্রেষ্ঠিতে করের আপেক্ষিক বোঝা এবং কর কাঠামোর প্রগতিশীলতার মাত্রা সারমর্ম আকারে নিচের ছকে দেখানো হলো-

ত্যাগনীতিসমূহ	করের ভার		কর কাঠামোতে আপেক্ষিক প্রগতিশীলতার মাত্রা
	ধনী ব্যক্তি (A)	অপেক্ষাকৃত কম ধনী ব্যক্তি (B)	
১. সমচরম ত্যাগনীতি	সবচেয়ে কম	খুবই বেশি	সবচেয়ে কম
২. সমানুপাতিক ত্যাগনীতি	আপেক্ষিকভাবে বেশি	আপেক্ষিকভাবে কম	আপেক্ষিকভাবে বেশি $1 < 2 < 3$
৩. সমপ্রান্তিক ত্যাগনীতি	সবচেয়ে বেশি	সবচেয়ে কম	সবচেয়ে বেশি

প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের অপূর্ণাঙ্গতা :

কর কাঠামো উদ্ভাবনে প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বের প্রয়োগসিদ্ধতা সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কারণ এ তত্ত্বের কিছু মৌলিক অসুবিধা রয়েছে।

(১) এ তত্ত্ব যে দুটি অনুমিত শর্তের উপর গড়ে উঠেছে তাদের সিদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

(ক) ক্রমহ্রাসমান আয় উপযোগ বিধি :

অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর উপযোগ হ্রাস পায় এ ধারণা সঠিক নয়। তাদের মতে, দ্রব্য ভোগের ক্ষেত্রে তা একইভাবে কাজ করবে এমন নয়। বস্তুত, পক্ষে উপযোগ হ্রাস না পেয়ে স্থির থাকতে পারে, এমনকি বৃদ্ধিও পেতে পারে। কারণ, মানুষের অভাবের অন্ত নেই। আয় বৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় এবং সে এই মান বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়। তাছাড়া, আয় বৃদ্ধির ফলে মানুষ নিত্য-নতুন দ্রব্যাদি ভোগের সুবিধা লাভ করে। ফলে বর্ধিত আয় ভোগের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(খ) উপযোগের আন্তর্ভুক্তিক তুলনা

উপযোগের আন্তর্ভুক্তিক তুলনার অনুমিত শর্তটি নির্ভর করে উপযোগের পরিমাণগত পরিমাপের (cardinal measure) অনুমিত শর্তের উপর। কিন্তু রবিন্স্, হিকস্ এবং ক্যালডরের 'নব্য কল্যাণ অর্থনীতিতে' জোর দিয়ে বলা হয়েছে, উপযোগের পূরণবাচক পরিমাপ (ordinal measure) বিবেচনা

করা অধিকতর উত্তম। এবং উপযোগপূরণবাচকভাবে পরিমাপযোগ্য ধরে নিলে উপযোগের আন্তর্বিজ্ঞিক তুলনা আর সম্ভব নয়।

(২) এই তত্ত্ব বাজেটের ব্যয়ের দিক নিয়ে মোটেই আলোচনা করে না। করের ফলে সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হয় এই তত্ত্ব শুধু তাই আলোচনা করে। কিন্তু কর রাজস্ব কিভাবে ব্যয়িত হয় তা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু বাজেটের উভয় দিক বিবেচনা না থাকলে কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নয়।

উপর্যুক্তক্রটিসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে প্রদান ক্ষমতা তত্ত্বকে ভ্রান্তিজনক ও আবাস্তব বলে মনে করেন। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কর ব্যবস্থায় সমতা বা ন্যায়ে যে কোনো তত্ত্ব মনোগত (subjective) হতে বাধ্য এবং ঐ তত্ত্বও একই ধরনের সমালোচনার সম্মুখীন হবে। এ প্রসঙ্গে যা বিচার্য তা হচ্ছে, এ তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি ঠিক কিনা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এই তত্ত্বটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তিতে প্রয়োগ করা যায় কিনা। আমরা দেখেছি যে এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি অনিশ্চিত। তবে এই তত্ত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়। ব্যক্তির প্রদান ক্ষমতা একটি যুক্তিপূর্ণ এবং ব্যবহারিক মানদণ্ড। উপরন্তু এই তত্ত্ব আধুনিক সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে আধুনিককালে এই তত্ত্বের জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়।

বাংলাদেশের কর কাঠামো বিশ্লেষণ :

আয় বন্টনের সমতা সৃষ্টি ও রাজস্ব আয় সর্বাধিক করার জন্য কর কাঠামোর গঠন এবং বাস্তবায়ন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে, ৫২% লোক ভূমিহীন, প্রায় ৩৩% কর্মক্ষম লোক বেকার। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কর কাঠামো সুষ্ঠু ও ন্যায়পরায়ণ হওয়া আবশ্যিক। দেশের উন্নয়ন ব্যয়ের ১০% থেকে ৩৫% মাত্র দেশীয় সম্পদ দ্বারা মেটানো হয়। অভ্যন্তরীণ সম্পদের বড় উৎস কর। তাই ক্রটিপূর্ণ কর কাঠামো নিয়ে উন্নয়ন প্রত্যাশা করা যায় না। বাংলাদেশের কর কাঠামো কিরূপ তা ব্যাখ্যা করতে হলে করের উৎসসমূহ, করের ধরন, করের হার এবং কর সংগ্রহ প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(১) কর কাঠামো দুর্বল :

উন্নত কর কাঠামোর জন্য প্রত্যক্ষ কর ও মোট করের অনুপাত বেশি হওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ করের চেয়ে বেশি প্রগতিশীল হারে আরোপ করা যায়। প্রত্যক্ষ কর আয় বৈষম্য হ্রাসে সহায়ক। বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ কর ও মোট করের অনুপাত ১৯৯৬-'৯৭ সালে ছিল ১৭ ভাগ। অথচ মিয়ানমার, ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশেও এই অনুপাত যথাক্রমে ৬৪% এবং ৬৬%। কোনো দেশের কর কাঠামোর নির্ধারক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কর ও G.D.P-এর অনুপাত। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে কর ও G.D.P-এর অনুপাত ছিল ৯%। অথচ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশ যেমন- ভারত, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া ও কেনিয়াতে কর ও G.D.P-র অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১০%, ১১%, ১৩% ও ১৭.৩%। এ দৃষ্টিতে বাংলাদেশের কর কাঠামো দুর্বল বললে অত্যুক্তি হবে না।

(২) প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি দুর্বল :

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করের ধরন তিনটি।

- (ক) ব্যক্তিগত আয়কর
- (খ) কৃষি আয়কর ও
- (গ) ভূমি কর।

বাংলাদেশে মোট করের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ১৯৯৬-'৯৭ সালে ১৭ ভাগ ছিল। এর মধ্যে প্রায় ৭৬% আয়কর ও কর্পোরেশন কর এবং ৫% হলো ভূমি কর এবং স্ট্যাম্প ডিউটির পরিমাণ হলো ১৯ ভাগ। উল্লেখ্য, ১৯৯০ সালে কৃষি জমির ২৫ বিঘার নিম্ন মালিকানা ক্ষেত্রে ভূমি কর মওকুফ করা হয়েছে। যে কারণে প্রত্যক্ষ করের ভিত্তি আরো দুর্বল হয়েছে। কৃষি আমাদের জাতীয় আয়ে ৩৭%

উন্নত কর কাঠামোর জন্য প্রত্যক্ষ কর ও মোট করের অনুপাত বেশি হওয়া উচিত। কারণ, প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ করের চেয়ে বেশি প্রগতিশীল হারে আরোপ করা যায়।

অবদান রাখে। কিন্তু করের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান মোটেও উল্লেখযোগ্য নয়। এজন্য বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ কর কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল।

(৩) পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল :

বাংলাদেশের কর কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরোক্ষ করের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার হিসাব থেকে দেখা যায় যে মোট কর রাজস্বের ৮০% ছিল পরোক্ষ কর। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাংলাদেশে এই হার ছিল ৭৯% এবং ১৯৯৬-’৯৭ সালে ছিল ৮৩%, মিয়ানমারে ৫১%, ইন্দোনেশিয়ায় ৬৫%, কানাডায় প্রায় ৩৪%। যে জন্য বাংলাদেশের কাঠামোতে প্রগতিশীলতা আনা যায় না। এছাড়া তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করলে পরোক্ষ করের মধ্যে আমদানি শুল্ক ও আবগারী শুল্ক, মোট কর রাজস্ব আয়ের ৩০% অর্জিত হয়। যা ১৯৯০-এর আগে প্রায় ৫৫ ভাগের বেশি ছিল। ১৯৯৬-’৯৭ সালে আমদানি শুল্কের প্রভাব বিরাটভাবে কমেছে। নিচের ছকে বাংলাদেশের বর্তমান কর আদায়ের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

বাংলাদেশের কর কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো পরোক্ষ করের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা।

কর	১৯৯৫-৯৬ সালে আদায়	১৯৯৬-৯৭ সালে আদায়
আমদানি শুল্ক	৩৮৫০	৪২৫২
আবগারী কর	১৮০	২০৭
VAT	৩৭৯০	৪৪৪০
সম্পূরক কর	১৭১২	২১৭৩
আয়কর	১৫৮৩	১৭৩৫
ভূমিকর	১৭০	১৮৫
স্ট্যাম্প ডিউটি	৪৭৭	৫২৭
অন্যান্য	৪৭১	৫৫৫
মোট	১২২৩৩	১৪০৭৪

উৎস : অর্থ মন্ত্রণালয়

তবে আমদানি স্তরে মূল্য সংযোজন করের আয় অনেক বেড়েছে। উৎপাদন স্তরে মূল্য সংযোজন করের আয়ও অনেক বেড়েছে। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে বাংলাদেশের কর কাঠামো অনেকটা বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল। তথা স্ব-অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

(৪) করের ধরন অদ্ভুত :

বাংলাদেশের কর কাঠামোতে আয় কর, কর্পোরেশন কর, ভূমি কর, সম্পত্তি কর কৃষি আয় কর, সেচকর, আবগারী কর, আবগারী শুল্ক, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, বিক্রয়কর, Turn Over Tax, প্রভৃতি ধরনের কর ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। যা সত্যিই অদ্ভুত। এসব করের হার একেক পণ্যের একক রকম এবং একেক ভিত্তিতে একেক রকম ছিল। শুধু তাই না Tax on Tax সমস্যাও জটিল প্রকৃতির ছিল। করের হারের ক্ষেত্রে Slab Rate ও Flat Rate বিদ্যমান ছিল। সম্পত্তি কর কাঠামোতে কিছুটা সংস্কার আনা হয়েছে। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে একমাত্র VAT কে কার্যকরী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। VAT হার ১৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। তবুও সরকার বিভিন্ন সমস্যার কারণে সম্পূরক কর, আবগারী কর, Turn Over Tax প্রভৃতি কর, কর কাঠামোতে স্থান দিয়েছে। শুধু তাই না VAT কাঠামোতে জটিলতা এনেছে। কারণ VAT একটি উচ্চ মানের অর্থনীতির ধারণা, যা অর্থনীতির উচ্চ শিক্ষাধারী লোক ছাড়া দেশের কেউ সহজে বুঝে না। এ দৃষ্টিতে কর কাঠামো আপাতত অদ্ভুত বলেই মনে হয়। তবে ভুল শুদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর কাঠামোতে উচ্চমান এনে দিতে পারে।

(৫) কর প্রশাসন দুর্বল ও তথ্যের অপরিপূর্ণতা :

বাংলাদেশের কর প্রশাসন দুর্বল, দুর্নীতি পরায়ন এবং স্বজনপ্রীতি সুলভ। কর প্রশাসকগণ ভালো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়। তারা নতুন কর কাঠামো জনগণকে বুঝিয়ে দিতে পারে না। যেমন বর্তমান VAT পদ্ধতি কেমন, জনগণের স্বার্থে কিনা তা বোঝানোর ক্ষমতা প্রশাসনের নেই। দক্ষ কর প্রশাসন উন্নত কর কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। আমাদের দেশের ব্যবসায়ী এবং জনগণ তাদের আয়, সম্পত্তি ও ক্রয় বিক্রয়ের সঠিক তথ্য রাখে না এবং প্রকাশ করে না। সম্পত্তি VAT পদ্ধতি চালু করার পর হয়তো এ ধরনের হিসাব-নিকাশ বাধ্যতামূলক হবে এবং কর কাঠামো উন্নত হতে পারে।

(৬) করের ভিত্তি প্রগতিশীল নয় :

বাংলাদেশের কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল কিনা তা জানতে হলে করের গড় ও প্রান্তিক হার সম্বন্ধে জানা দরকার। বাংলাদেশে আয়কর প্রগতিশীল হলেও সম্পদ কর ও ভূমি কর প্রগতিশীল নয়, অধোগতিশীল। বিলাসবহুল দ্রব্য ও অত্যাশঙ্ক্যীয় দ্রব্যের উপর একই হারে কর আরোপ করা হয় বলে কর ব্যবস্থা অধোগতিশীল প্রকৃতির হয়।

উপরের আলোচনা থেকে উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশে কর কাঠামো মোটেও উন্নত নয়। এটি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত।

সারসংক্ষেপ

করভার বন্টনে সমতার প্রশ্নের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছে : সম-অবস্থার প্রতিটি ব্যক্তির প্রতি সমআচরণ করা এবং অসম অবস্থার ব্যক্তিদের প্রতি গ্রহণযোগ্য আপেক্ষিক আচরণ করা কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারি দ্রব্যের জন্য উচ্চ আয়ের লোকেরা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত থাকে। সম-অবস্থা বলতে কি বোঝায়, অসম-অবস্থার পরিমাপ কি ইত্যাদি বিষয় বিচার-বিবেচনা করে সমতার ভিত্তিতে করভার বন্টনের দুটি প্রধান তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছে- উপকার তত্ত্ব এবং প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব। আয় বন্টনের সমতা সৃষ্টি ও রাজস্ব আয় সর্বাধিক করার জন্য কর কাঠামোর গঠন এবং বাস্তবায়ন বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৫**নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন****(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)**

- ১। উপকার তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যের ভোগ এমনভাবে বিন্যস্ত করে যেন ভোগ থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপকার ও এর প্রান্তিক খরচ পরস্পর সমান হয়। সত্য/মিথ্যা
- ২। কর কাঠামো সমানুপাতিক হবে যদি $E_y > E_p$ হয়। সত্য/মিথ্যা
- ৩। বাংলাদেশের কর কাঠামো পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। সাধারণ উপকার করে উপকার তত্ত্বের প্রয়োগ কি?
- ২। কর প্রদানের সামর্থ্যের সূচক কি কি?
- ৩। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যক্ষ করের ভূমিকা কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সুবিধা ও অসুবিধাসহ উপকার তত্ত্ব আলোচনা করুন।
- ২। প্রদান ক্ষমতা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন। এই তত্ত্বের কোনো অপূর্ণাঙ্গতা আছে কি? থাকলে উল্লেখ করুন।
- ৩। বাংলাদেশের কর কাঠামো বিশ্লেষণ করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. সত্য

পাঠ-৬

করাঘাত, কর সঞ্চালন, আপতন, বাজার ও করের আপতন

এই পাঠটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন-

- করাঘাত
- কর সঞ্চালন
- করের আপতন
- করের ফলাফল
- করের মূলধনীকরণ
- বিভিন্ন বাজার ও করের আপতন

করাঘাত (Impact of Tax)

কর বসানোর পর কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এর প্রাথমিক আর্থিক ভার বহন করতে হয়। এই ভারকে করাঘাত বলা হয়। অন্য কথায় বলা যায়, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে যে কর আদায় করেন, করের প্রথম আঘাত তার বা তাদের উপর পড়েছে বলা যায়। সাধারণত সরকারি খাতায় করাঘাত বহনকারী লোক বা প্রতিষ্ঠানের নাম করদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রতি টন চিনির উপর যদি ৫ টাকা কর আরোপ করা হয় তবে প্রাথমিক অবস্থায় এটা চিনির উৎপাদনকারীকে বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে করাঘাত তার উপর পড়বে।

কর অপসারণ/সঞ্চালন (Shifting of Tax)

আরোপিত করের ভার অপরের উপর চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টাকে কর অপসারণ বা সঞ্চালন বলা যায়। সাধারণত কর প্রদানের ক্ষমতা থাকলেও কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর ভার নিজের উপর রাখতে চায় না। এজন্য কর আরোপ করা হলে এর প্রাথমিক ভার বহনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তা অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। এই প্রচেষ্টাকে কর সঞ্চালন হিসাবে অভিহিত করা হয়। ধরি একজন উৎপাদনকারীর পণ্যের উপর শুল্ক কর আরোপ করা হলো। এক্ষেত্রে করাঘাত উৎপাদকের উপর পড়ল। এখন উৎপাদক তার পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে করের ভার অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। এভাবে করের চূড়ান্ত ভার নিজে বহন না করে অন্যের উপর দেয়ার প্রচেষ্টাকে কর সঞ্চালন বলা হয়। এই প্রচেষ্টা কোনো সময় সম্পূর্ণভাবে সফল, আবার কোনো সময় আংশিকভাবে সফল হতে পারে। আবার পুরাপুরি ব্যর্থ হতে পারে।

কর সঞ্চালনের মাত্রা ও প্রকৃতি মূলত নির্ভর করে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, এর প্রকৃতি ও গুণাগুণ, পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের প্রত্যাশা ইত্যাদির উপর। এই দিক থেকে চিন্তা করলে কর সঞ্চালন বিস্তৃত অর্থে তিন ধরনের হতে পারে।

(i) লুকায়িত (Concealed) সঞ্চালন।

(ii) সম্মুখবর্তী (Forward) সঞ্চালন।

(iii) পশ্চাত্মুখী (Backward) সঞ্চালন।

কোনো দ্রব্যের উপর কর আরোপ করলে এর মূল্য অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদক পণ্যের গুণগত মান বা পরিমাণ হ্রাস করে করের প্রাথমিক ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে পারেন। এই প্রবণতাকে লুকায়িত কর সঞ্চালন বলা হয়।

কর সঞ্চালনের মাত্রা ও প্রকৃতি মূলত নির্ভর করে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, এর প্রকৃতি ও গুণাগুণ, পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের প্রত্যাশা ইত্যাদির উপর।

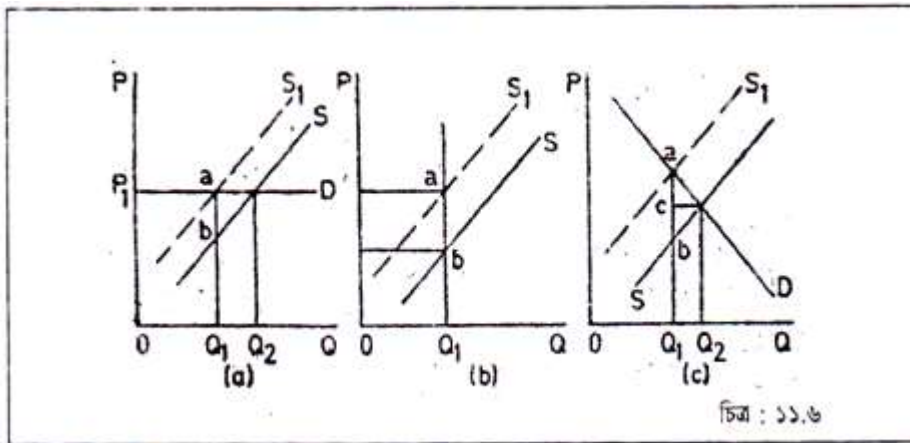
অন্যদিকে করের প্রাথমিক ভার বহনকারী যদি এটা পরবর্তী পর্যায়ে চাপিয়ে দিতে পারেন তবে একে সম্মুখ সঞ্চালন বলা হয়। পক্ষান্তরে প্রাথমিক চেষ্টা সত্ত্বেও যদি করভার সম্মুখে সঞ্চালন করা সম্ভব না হয় এবং এটা চূড়ান্তভাবে তাকে বহন করতে হয় তবে একে করের পশ্চাৎমুখী সঞ্চালন বলা হয়। যেমন কোনো উৎপাদক তার উপর আরোপিত করের ভার ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হতে পারেন। এক্ষেত্রে করের সঞ্চালন সম্মুখে হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে উৎপাদক পণ্যের কাঁচামাল বিক্রেতাদেরকে কম দামে কাঁচামাল বিক্রয়ে বাধ্য করতে পারেন। এক্ষেত্রে করের ভার তাদের উপর চাপানোর ব্যাপারে সাফল্যলাভ করবেন। করের সঞ্চালন এক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখী হবে।

সম্মুখবর্তী এবং পশ্চাৎমুখী কর সঞ্চালন (Forward and Backward Shifting)

করের প্রাথমিক ভার (impact) বা করাঘাত বহনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন এর ভার অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয় তখন এই চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াকে করের সম্মুখবর্তী সঞ্চালন বলা হয়।

করের প্রাথমিক ভার (impact) বা করাঘাত বহনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন এর ভার অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয় তখন এই চাপিয়ে দেয়ার প্রক্রিয়াকে করের সম্মুখবর্তী সঞ্চালন বলা হয়। যেমন, কোনো পণ্যের বিক্রেতা যদি পণ্যের উপর আরোপিত কর বেশি মূল্য আদায়ের মাধ্যমে ক্রেতাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে তবে এক্ষেত্রে কর সঞ্চালন সম্মুখবর্তী হবে। অন্যদিকে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি বিক্রেতাকে করের ভার চূড়ান্তভাবে পণ্যের মূল্য আদায়ের মাধ্যমে বহন করতে হয় তবে এই প্রক্রিয়াকে করের পশ্চাৎমুখী সঞ্চালন বলা হয়।

সম্মুখ এবং পশ্চাৎমুখী সঞ্চালন আবার আংশিক হতে পারে। যেমন- পণ্য করের বেলায় এর ভার ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে আংশিকভাবে বহন করতে পারে। এক্ষেত্রে করের সঞ্চালন আংশিক হবে। মনে করি, কোনো পণ্যের বাজার মূল্য ১০ টাকা। ধরি এর প্রতি এককের উপর ৫ টাকা বিক্রয় কর বসানো হলো। এখন যদি বিক্রেতা পণ্যটির মূল্য ৩ টাকা বৃদ্ধি করতে পারেন অর্থাৎ ১৩ টাকায় বিক্রয় করতে পারেন, তবে করের অংশ বিশেষ অর্থাৎ ৩ টাকার ভার ক্রেতাদের উপর চাপানো সম্ভব হবে। বাকি ২ টাকার কর তাকে বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে ৩ টাকার কর সম্মুখে পরিচালিত হবে এবং বাকি ২ টাকা কর পশ্চাৎমুখে সঞ্চালিত হবে। এভাবে করের সঞ্চালন সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিকে হতে পারে। অন্যদিকে বিক্রেতা যদি করের সমপরিমাণে পণ্যের মূল্য বাড়াতে পারেন অর্থাৎ পণ্যের মূল্য ১৫ টাকায় উন্নীত করতে পারেন তবে এর সম্পূর্ণ ভার ক্রেতাদের উপর চাপানো সম্ভব। এক্ষেত্রে করের ভার সম্পূর্ণভাবে সম্মুখে সঞ্চালিত হবে। পক্ষান্তরে যদি বিক্রেতা পূর্বের মূল্যে ১০ টাকায় বিক্রয় করতে বাধ্য হন, তবে পণ্যের কার্যকরী মূল্য (effective) দাঁড়াবে $(১০-৫)=৫$ টাকা। এক্ষেত্রে করের সম্পূর্ণ অংশ তাকে বহন করতে হবে। ফলে কর সঞ্চালন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পশ্চাৎমুখী হবে। ১১.৬ নং চিত্রের



সাহায্যে কর সঞ্চালনের এই তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রের উল্লম্ব ও ভূমি অক্ষ পণ্যের মূল্য (P) ও পরিমাণ (Q) নির্দেশ করা হয়েছে। D পণ্যের চাহিদা রেখা। S এবং S₁ কর আরোপের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যোগান রেখা। চিত্রানুযায়ী প্রতি একক পণ্যের উপর আরোপিত করের পরিমাণ ab; (a) চিত্রে কর আরোপের পর বিক্রোতা একই মূল্যে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হবে। কেননা এর চাহিদা সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক। ফলে বিক্রোতাকে এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কর বহন করতে হবে। অর্থাৎ চিত্রানুযায়ী কর আরোপের পর পণ্যের বাজার মূল্য aQ₁ হলেও বিক্রোতা আসলে bQ₁ পাবে, ab পরিমাণ কর তাকে কম মূল্যের আকারে বহন করতে হবে। ফলে এক্ষেত্রে করের সঞ্চালন সম্পূর্ণভাবে পশ্চাৎমুখী হয়েছে বলা যায়। অন্যদিকে (b) চিত্রানুযায়ী কর আরোপের পর পণ্যের মূল্য করের সমপরিমাণে অর্থাৎ abপরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে করের সম্পূর্ণ ভার পণ্যের ক্রেতাদেরকে বহন করতে হবে। করের সঞ্চালন এক্ষেত্রে পুরোপুরি সম্মুখবর্তী হবে। পক্ষান্তরে (c) চিত্রানুযায়ী কর আরোপের পর পণ্যের মূল্য পূর্বের তুলনায় ac পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ করের পরিমাণ ad যা ac অপেক্ষা বেশি। ফলে এক্ষেত্রে করের একাংশ ac ক্রেতার বেশি মূল্য প্রদানের মাধ্যমে এবং বাকি অংশ bc বিক্রোতার বহন করবে। করের সঞ্চালন তাই এক্ষেত্রে আংশিকভাবে পশ্চাৎমুখী এবং আংশিকভাবে সম্মুখবর্তী হবে।

কর সঞ্চালন সম্মুখে না পশ্চাতে সংঘটিত হবে তা মূলত নির্ভর করে কর আরোপিত পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ওপর।

কর সঞ্চালন সম্মুখে না পশ্চাতে সংঘটিত হবে তা মূলত নির্ভর করে কর আরোপিত পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। সাধারণত কোনো পণ্যের চাহিদা পুরোপুরি স্থিতিস্থাপক হলে কর সঞ্চালন সম্পূর্ণভাবে পশ্চাৎমুখী হতে পারে। অন্যদিকে চাহিদা সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হলে কর সঞ্চালন পুরোপুরি সম্মুখবর্তী হতে পারে। কোনো পণ্যের যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক বা অস্থিতিস্থাপক হলে কর পুরোপুরিভাবে সম্মুখ বা পশ্চাতে সঞ্চালিত হবে। পক্ষান্তরে পণ্যের চাহিদা ও যোগান যদি মোটামুটিভাবে স্থিতিস্থাপক হয় তবে কর সঞ্চালন আংশিকভাবে পশ্চাৎমুখী এবং আংশিকভাবে সম্মুখবর্তী হবে।

করের আপতন (Incidence of Tax)

কর আরোপ করার পর যদি এর সঞ্চালন আরম্ভ হয় তবে এক সময় তা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এভাবে সঞ্চালনের শেষ পর্যায়ে করের আর্থিক ভার যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর পড়ে এর আপতন এক্ষেত্রে পড়েছে বলা যায়। সুতরাং করের আপতন বলতে আমরা এর আর্থিক ভারের চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল বুঝি। ধরি একজন উৎপাদকের পণ্যের উপর কর বসানো হলো। সে করের সমপরিমাণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে এর ভার ভোক্তাদের উপর চাপাতে সক্ষম হলো। এক্ষেত্রে করের আপতন পণ্যের ভোক্তাদের উপর পড়েছে বলা যায়।

কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ করের আপতনকে এর সার্বিক ফলাফলের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। যেমন D. Dosser মনে করেন, কর প্রকৃত আয়ের উপর যে সার্বিক প্রতিক্রিয়া (total effect) সৃষ্টি করে তাকে এর আপতন বলা হয়।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ করের আপতন সম্পর্কে একাধিক ধারণা প্রদান করেছেন। যেমন অধ্যাপক U.K.Hicks আপতনকে বিধিবদ্ধ ও কার্যকরী হিসাবে নির্দেশ করেছেন। আবার অধ্যাপক মাসগ্রেভ সুনির্দিষ্ট (specific), প্রভেদমূলক এবং সুসম বাজেট আপতনের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে আপতনের ধারণা সম্পর্কে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও এর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তারা একমত।

- (i) করের আপতন এর আর্থিক ভার প্রকাশ করে।
- (ii) এটা প্রত্যক্ষ।
- (iii) এটা করাঘাত অথবা সঞ্চালনের (Shifting) শেষ স্তরে পরিলক্ষিত হতে পারে।

করের ফলাফল

কর আরোপ করা হলে এটা করদাতা এবং অর্থনীতির উপর কতিপয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই প্রতিক্রিয়া উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, সম্পদের বন্টন ইত্যাদির পরিবর্তনের আকারে দেখা দিতে পারে। এসব পরিবর্তনকে করের ফলাফল বলা হয়। করের ফলাফল তাই এর প্রাথমিক ভার (impact) পর্যায়ে যেমন দেখা দিতে পারে, তেমনি এর সঞ্চালনের বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভব হতে পারে। যেমন আয়করের কথা ধরা যাক। কোনো ব্যক্তির উপর এই কর আরোপ করা হলে প্রাথমিক অবস্থায় তার ভোগ ও সঞ্চয়ের উপরঋণাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। আবার ভোগ হ্রাসসহ উৎপাদন ও বিনিয়োগ পরবর্তী পর্যায়ে হ্রাস করতে পারে। এভাবে করাঘাত পর্যায়ে থেকে আরম্ভ করে কর আপতন স্তরে করের ফলাফল পরিলক্ষিত হবে এবং এমনকি এর পরও কর দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া অর্থনীতিতে সৃষ্টি করতে পারে।

করের ফলাফল শুভ এবং অশুভ হতে পারে। অশুভ ফলাফলকে করের ভার হিসেবে নির্দেশ করা যায়। এ ধরনের ভার দুই ধরনের হতে পারে। আর্থিক ভার ও প্রকৃত ভার। আর্থিক ভার করদাতার ব্যবহারযোগ্য আয় (disposable income) হ্রাস নির্দেশ করে। আর্থিক ভার আবার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ- এই দুই ধরনের হতে পারে। প্রত্যক্ষ আর্থিক ভার সরকারের কাছে প্রদত্ত করের পরিমাণ নির্দেশ করে। অন্যদিকে কর প্রদানের ব্যাপারে যে আনুসঙ্গিক ব্যয় হয় তা এর পরোক্ষ আর্থিক ভার নির্দেশ করে।

অন্যদিকে কর আরোপের উপর উৎপাদন, নিয়োগ, সঞ্চয় ইত্যাদি হ্রাস পেলে এদেরকে করের অশুভ ফলাফল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরূপ ফলাফলকে করের প্রকৃত ভার বলা হয়। করের প্রকৃত ভার আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হতে পারে। কর আরোপের পর করদাতা যে পরিমাণ ত্যাগ (sacrifice) স্বীকার করতে হয় তা এটা প্রত্যক্ষ প্রকৃত ভার নির্দেশ করে। অন্যদিকে করদাতা পরোক্ষভাবে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে তা হচ্ছে করের পরোক্ষ প্রকৃত ভার।

করের ফলাফল শুভ এবং অশুভ হতে পারে। অশুভ ফলাফলকে করের ভার হিসেবে নির্দেশ করা যায়। এ ধরনের ভার দুই ধরনের হতে পারে। আর্থিক ভার ও প্রকৃত ভার।

করের মূলধনীকরণ (Tax Capitalization)

করের মূলধনীকরণকে এক বিশেষ ধরনের পশ্চাৎমুখী কর অপসারণ নামে অভিহিত করা যায়। মূলধনীকরণের ফলে করারোপিত বস্তু বা সম্পদের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। মূল্যের পরিবর্তন সম্পদের উপর আরোপিত করের সমান হয়। এক্ষেত্রে কর আরোপিত সম্পদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে-

- মূলধন দ্রব্য বা সম্পদ স্থায়ী ধরনের (durable) হতে হবে। যেমন জমি, বিল্ডিং ইত্যাদি।
- স্বল্পমেয়াদে বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে এর যোগান অস্ব্ৰুতিস্থাপক হবে।
- বিবেচ্য সম্পদ আয়-সম্পন্ন হবে।
- ভবিষ্যৎ করের প্রকৃতি পূর্বাঙ্কে অনুমানযোগ্য (foreseeable)
- বিভিন্ন বিনিয়োগের মধ্যে কর অসম (unequal) হবে।

উপর্যুক্ত শর্তাধীনে আমরা একটি উদাহরণের সাহায্যে করের মূলধনীকরণের বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারি। মনে করি, একখন্ড জমির মোট আয় ১০০০ টাকা এবং এই আয় উৎপন্ন করতে ব্যয় হয় ৮০০ টাকা। তাহলে ঐ জমির নিট আয় দাঁড়াবে- (১০০০-৮০০)=২০০ টাকা। যদি জমির বিনিয়োগ আয় হার শতকরা ১০ টাকা হয় তবে ব্যতীত বিনিয়োগের মূল্য দাঁড়াবে $200/10=2000$ টাকা। এখন যদি এই জমির উপর করের পরিমাণ বার্ষিক ৮০ টাকা হয় তবে এর নিট বার্ষিক আয় (২০০-৮০)=১২০ টাকা হবে। কর আরোপের পর তাই পূর্বের আয় হারে জমির নিট বার্ষিক মূল্য দাঁড়াবে $120/0.10=1200$ টাকা।

করের মূলধনীকরণকে এক বিশেষ ধরনের পশ্চাৎমুখী কর অপসারণ নামে অভিহিত করা যায়। মূলধনীকরণের ফলে করারোপিত বস্তু বা সম্পদের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। মূল্যের পরিবর্তন সম্পদের উপর আরোপিত করের সমান হয়।

বাজার ও করের আপতন (Market and tax incidence)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং করের স্থানান্তর (Shifting of Tax under Perfect Competition)

পূর্ণ প্রতিযোগিতা হচ্ছে এমন বাজার ব্যবস্থা যেখানে একটি সমজাতীয় পণ্যের বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্রেতা এবং বিক্রেতা বর্তমান থাকে এবং একবার পণ্যের মূল্য যোগান ও চাহিদার মাধ্যমে নির্ধারিত হলে কোনো ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এটা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। অধ্যাপক মার্শাল এরূপ বাজার ব্যবস্থার কার্যক্রম সময়ের ভিত্তিতে নির্দেশ করেছেন।

- (i) বাজার সময় (Market Period)
- (ii) স্বল্পকালীন সময় (Short run/ Period)
- (iii) দীর্ঘকালীন সময় (Long run/ Period)

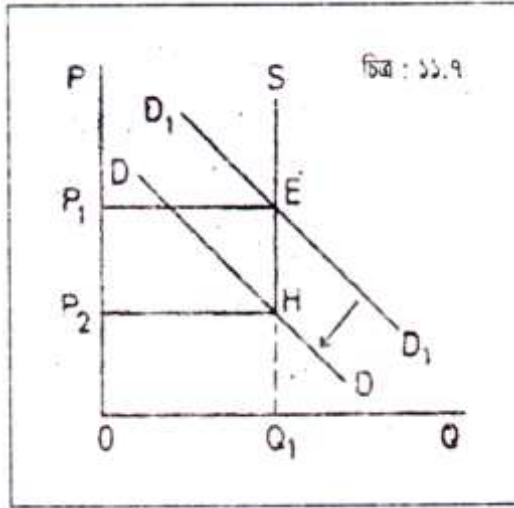
উৎপাদন ব্যয়ের ওপর যে কর আরোপ করা হবে আলোচনার সুবিধার্থে মনে করি এটা একক ধরনের কর।

আমরা সময়ের ভিত্তিতে এই বাজার ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যয়ের উপর আরোপিত একটি করের স্থানান্তরের বিষয় পর্যালোচনা করবো। উৎপাদন ব্যয়ের উপর যে কর আরোপ করা হবে আলোচনার সুবিধার্থে মনে করি এটা একক ধরনের কর (unit tax)।

বাজার সময় এবং একক করের স্থানান্তর (Market Period and Shifting of unit tax)

বাজার সময়ে কোনো ফার্মের পক্ষে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি হেতু উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই সময়ে পণ্যের যোগান পুরোপুরি অস্থিতিস্থাপক থাকে। শাক-সজির বাজার এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সময়ে পণ্যের উপর কর বসানো হলে ফার্মের পক্ষে এটা সম্মুখে স্থানান্তর (forwardshifting) করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে স্থানান্তরের প্রকৃতি হবে পশ্চাত্মুখী (backward shifting)। কর আরোপের ফলে এক্ষেত্রে ফার্মের লোকসান হবে। এই ক্ষতির পরিমাণ নির্ভর করে কর আরোপের পর সে তার পণ্যের যোগানে কতটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারবে তার উপর। যেসব দ্রব্য পচনশীল তাদের বেলায় লোকসান বেশি এবং আপেক্ষিকভাবে অপচনশীল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এটা কম হবে। বাজার সময়ে করের স্থানান্তর ১১.৭ চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রের উল্লম্ব ও ভূমি অক্ষে পণ্যের মূল্য (P) এবং পরিমাণ (Q) নির্দেশ করা হয়েছে। S রেখা পণ্যের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (completely inelastic) যোগান নির্দেশ করে অর্থাৎ বাজার সময়ে এর যোগানের পরিমাণ OQ_1 ; D_1D_1 কর আরোপের পূর্বে পণ্যের চাহিদা রেখা। এ অবস্থায় কর আরোপের পূর্বে পণ্যের মূল্য হবে OP_1 ; মনে করি পণ্যের উপর একক কর (unit tax) বসানোর পর পরিবর্তিত চাহিদা রেখা DD; এ অবস্থায় পণ্যের বাজার মূল্য ও পরিমাণ পূর্বের মতো OQ এবং OQ_1 স্তরে অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু বিক্রেতাদের কাছে এর নিট মূল্য OP_1 থেকে OP_2 স্তরে হ্রাস পাবে। অন্য কথায় বলা যায়, যেহেতু পণ্যের একক প্রতি করের পরিমাণ P_1P_2 , সেহেতু মোট কর P_1P_2EH বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে করের মূল্য ও উৎপাদন প্রভাব শূন্য, অথচ এর স্থানান্তর পশ্চাত্মুখী হবে।



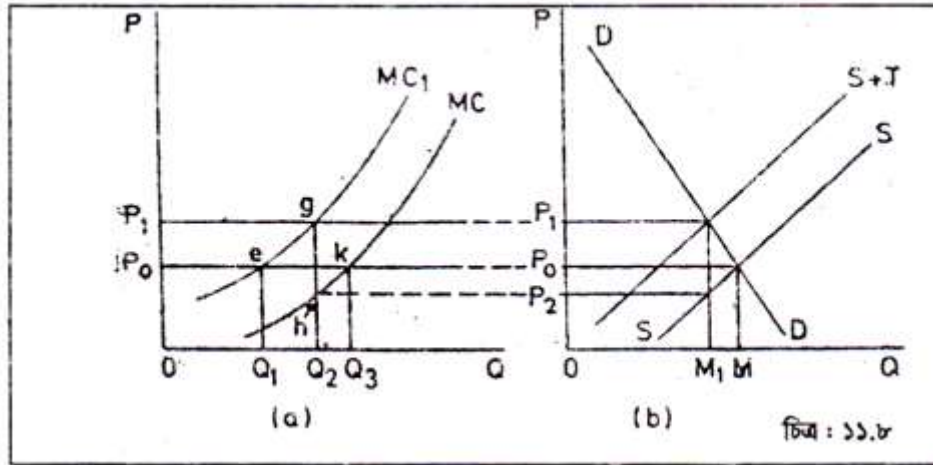
স্বল্পমেয়াদ এবং করের স্থানান্তর (Short-run period and the shifting of tax)

স্বল্পমেয়াদে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কার্যরত একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের পক্ষে এর প্লান্ট (plant) অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদন কৌশলের পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদনে পরিবর্তন আনা সম্ভব। অর্থাৎ

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প পরিবর্তনশীল উপকরণ (Variable factors) পরিবর্তন করে উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। এই সময়ে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান লোকসানে উৎপাদন করতে রাজি হবে যদি পণ্যের দাম এর গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। ফার্মের উৎপাদনের উপর একক কর আরোপ করলে তা উৎপাদন হ্রাস করবে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের এই উৎপাদন হ্রাস শিল্পের উৎপাদন হ্রাস করবে।

স্বল্প মেয়াদে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখার একাংশ পণ্যের যোগান রেখা নির্দেশ করে। প্রান্তিক ব্যয় রেখার যে অংশ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার উর্ধ্বে অবস্থান করে তা ফার্মের যোগান রেখা হিসেবে পরিচিত। উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে স্বল্প মেয়াদে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে স্বল্প মেয়াদে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কার্যরত শিল্পের যোগান রেখাও উর্ধ্বগামী হবে (যা বিভিন্ন ফার্মের যোগান রেখার সমন্বয়ে অঙ্কন করা যায়)। স্বল্প মেয়াদে পণ্যের উৎপাদনের উপর তাই একক কর আরোপ করলে ফার্মের পক্ষে এর কিছুটা সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে করের উৎপাদন ও মূল্য প্রতিক্রিয়া এবং এর স্থানান্তরের প্রকৃতি কেমন হতে পারে ১১.৮ নং চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

ফার্মের উৎপাদনের
ওপর একক কর
আরোপ করলে তা
উৎপাদন হ্রাস করবে।
ফার্মসমূহের এই
উৎপাদন হ্রাস শিল্পের
উৎপাদন হ্রাস করবে।



চিত্রের উল্লম্ব ও ভূমি অক্ষ পণ্যের বাজার মূল্য এবং উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। মনে করি, কর আরোপের পূর্বে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে তা OP_0 ; ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা MC ; ফলে এ অবস্থায় এর ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ, দাঁড়াতে OQ_0 ; ফার্মের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে (খ) চিত্রের SS এবং DD রেখা শিল্প পণ্যের যোগান ও চাহিদা নির্দেশ করছে। মনে করি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদনের একক প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসানোর পর এর MC রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়ে MC_1 -এ রূপান্তরিত হলো। এই অবস্থায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান e বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছাবে অর্থাৎ এটা উৎপাদনের পরিমাণ OQ_0 থেকে OQ_1 স্তরে হ্রাস করবে। ফার্মের MC রেখা তথা যোগান রেখার বামদিকে স্থানান্তর শিল্পের যোগান রেখাকে S হতে $S+T$ পর্যায়ে স্থানান্তর করবে অর্থাৎ কর আরোপের পর শিল্পের উৎপাদন OM হতে OM_1 স্তরে হ্রাস পাবে। এই অবস্থায় পণ্যের মূল্য OP_0 হতে OP_1 স্তরে বৃদ্ধি পাবে। ফলে ফার্মে প্রকৃত ভারসাম্য বিন্দু হবে g , যেখানে এটা OQ_2 পরিমাণ উৎপাদন করবে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে প্রতি একক পণ্যের উপর আরোপিত করের পরিমাণ P_1P_2 (খ চিত্রানুযায়ী) বা gh (ক চিত্রানুযায়ী) হওয়া সত্ত্বেও পণ্যের মূল্য P_0P_1 পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ পণ্যের মূল্য করের চেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর কারণ কর বিবেচনা না করলে OM পরিমাণ প্রস্তুত করতে যে ব্যয় পড়ে তার চেয়ে OM_1 উৎপাদনের ব্যয় কম পড়ে। এই কারণে করসহ নতুন উৎপাদনের ব্যয় করসহ পুরাতন উৎপাদনের ব্যয় অপেক্ষা কম পড়বে।

সুতরাং দেখা যায় স্বল্প মেয়াদে কার্যরত একটি পূর্ণ প্রতিযোগী ফার্মের বা শিল্পের উৎপাদনের উপর একক কর (unit tax) বসানো হলে করের চেয়ে কম পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পাবে; $P_0P_1 < P_1P_2$ এই বিষয়

নির্দেশ করছে। অন্যদিকে করের উৎপাদন প্রভাব হচ্ছে ঋণাত্মক। কেননা কর বসানোর পর বিবেচ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এর উৎপাদন নিট অর্থে Q_2Q_3 পরিমাণে এবং শিল্প MM_1 পরিমাণে হ্রাস করে। এক্ষেত্রে করের স্থানান্তর সম্মুখ এবং পশ্চাৎ এই উভয়মুখী হবে। চিত্রানুযায়ী P_1P_2 করের মধ্যে বেশি মূল্যের মাধ্যমে ক্রেতার P_0P_1 অংশ বহন করবে। বাকি P_0P_2 অংশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/শিল্প বহন করবে।

দীর্ঘকালীন সময় এবং করের স্থানান্তর (Long run-Period and Shifting of Tax)

দীর্ঘমেয়াদে ফার্ম শিল্প থেকে বের হবে বা এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ পুরাতন ফার্ম উৎপাদন হতে বিরত থাকতে পারে বা নতুন ফার্ম উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও শিল্প সমস্ত উপকরণ পরিবর্তন করতে পারে। এই সময়ে স্থির উপকরণ বলে কোনো উপকরণ থাকে না। ফলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের সমস্ত ব্যয় পরিবর্তনশীল হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের/শিল্পের পক্ষে প্লান্টের আকার পরিবর্তনের মাধ্যমে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে উৎপাদনের সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব। দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান শিল্প থেকে বের হবে বা এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ পুরাতন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হতে বিরত থাকতে পারে বা নতুন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কার্যরত একটি শিল্প তখনই ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হতে পারে যখন নিম্নের শর্ত দুটি পূরণ হয়-

(i) শিল্পে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হয়েছে এবং কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এর উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করবে না। এ অবস্থায় ফর্মের পণ্যের গড় আয় এর প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হবে।

(ii) শিল্পে প্রবেশ বা এটা থেকে নির্গমনের ব্যাপারে ফার্মের কোনো প্রবণতা থাকবে না। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করছে- এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে উপর্যুক্ত শর্ত পরিলক্ষিত হবে। অন্য কথায় বলা যায়, ফার্মের পণ্যের গড় আয় ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান হলে ফার্মের পক্ষে শিল্পে প্রবেশ বা এটা হতে নির্গমনের কোনো অভিপ্রায় দেখা যাবে না।

দীর্ঘমেয়াদে ফার্মের উৎপাদন ব্যয় অবস্থার উপর শিল্পের উৎপাদন ব্যয় নির্ভর করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তিনটি পরিস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

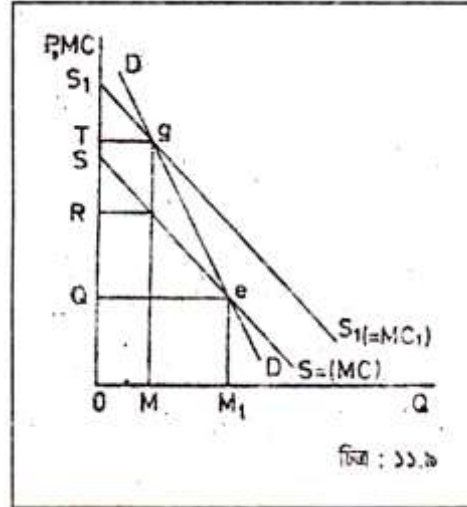
(ক) স্থির ব্যয়সম্পন্ন শিল্প (Constant Cost Industry)

দীর্ঘমেয়াদে শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশ সত্ত্বেও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রান্তিক ব্যয় স্থির থাকতে পারে।

তেমন অবস্থায় শিল্পের গড় ব্যয় স্থির থাকবে। এক্ষেত্রে শিল্পের যোগান রেখা ভূমি অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে। এই অবস্থায় ফার্মের পণ্যের উপর একক কর সরানো হলে এর প্রান্তিক ব্যয় এবং গড় ব্যয় করের সমপরিমাণে একক প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসানো হলে এর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে তা ১১.৯ নং চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রের ভূমি ও উল্লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) এবং বাজার মূল্য (P) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্দেশিত। DD পণ্যের বাজার চাহিদা রেখা যা কর আরোপের পর অপরিবর্তিত থাকবে। SS শিল্পের যোগান তথা প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এই রেখা ডানদিকে নিম্নগামী। অর্থাৎ শিল্প ক্রমহ্রাসমান ব্যয়

অবস্থায় উৎপাদনের উপর কর বসানোর পূর্বে বিবেচ্য শিল্প e বিন্দুতে ভারসাম্যে পৌঁছে। অর্থাৎ এর ভারসাম্য উৎপাদন OM_1 এবং মূল্য $OQ(=eM_1)$ । মনে করি, এই শিল্পের প্রতি একক পণ্যের উপর TR



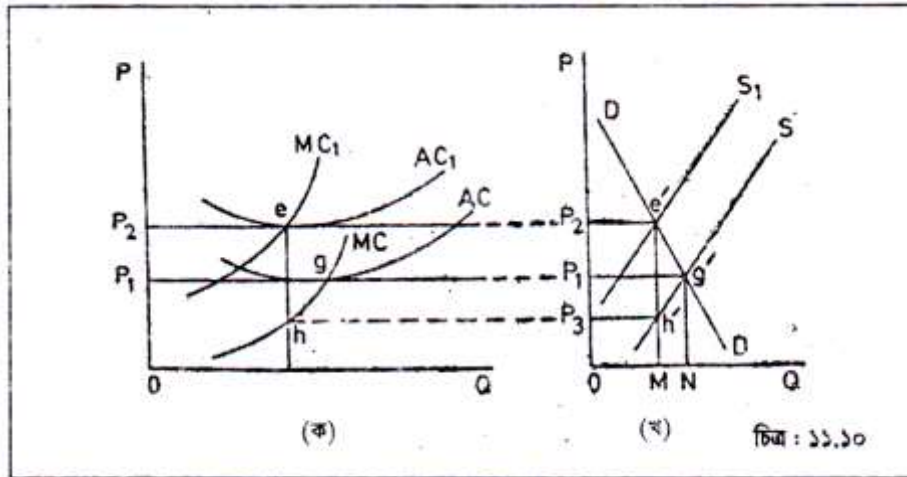
পরিমাণে কর বসানো হলো। এ অবস্থায় এর যোগান রেখা SS স্থান পরিবর্তন করে S_1S_1 রূপ ধারণ করবে। বিবেচ্য শিল্প এখন g বিন্দুতে ভারসাম্যে পৌঁছাবে। এর উৎপাদন OMস্তরে হ্রাস পাবে। কর আরোপের পূর্বে ভোক্তাদেরকে OQ পরিমাণ মূল্য প্রদান করতে হয়। কর বসানোর পর তাদেরকে OT মূল্য প্রদান করতে হবে। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ হচ্ছে TQ; অন্যদিকে একক প্রতি করের পরিমাণ TR; যেহেতু $TQ > TR$ সেহেতু বলা যায় করের চেয়ে পণ্যের মূল্য এক্ষেত্রে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

ফলে শিল্পের পক্ষে করভার পুরোপুরি ভোক্তাদের উপর বেশি মূল্যের মাধ্যমে স্থানান্তর করা সম্ভব হবে। সুতরাং দেখা যায়, ক্রমহ্রাসমান ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একটি শিল্পের পণ্যের উপর একক কর বসালে করের সম্পূর্ণ অংশ বিক্রেতার পক্ষে সম্মুখে স্থানান্তর করা সম্ভব।

(গ) ক্রমবর্ধমান ব্যয় সম্পন্ন শিল্প (Increasing Cost Industry)

শিল্পে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপাদন যখন বৃদ্ধি করে তখন এর উৎপাদন ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। পণ্য উৎপাদনের ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি এর প্রধান কারণ। তেমন অবস্থায় শিল্পের পক্ষে ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় কাজ করা সম্ভবত শিল্পের যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হবে। ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একটি শিল্পের পণ্যের উপর একক কর (unit tax) বসানো হলে এর মূল্য করের চেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। বিবেচ্য শিল্প এর উৎপাদন হ্রাস করে মূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে করের সম্পূর্ণ ভার ভোক্তাদের উপর স্থানান্তরের চেষ্টা করবে। কিন্তু করের চেয়ে কম পরিমাণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন এক্ষেত্রে করের একাংশ শিল্প/বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। অর্থাৎ করের স্থানান্তর এক্ষেত্রে সম্মুখ এবং পশ্চাৎমুখী হবে। বিষয়টি ১১.১০ নং চিত্রের সাহায্যে অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একটি শিল্পের পণ্যের উপর একক কর বসানো হলে এর মূল্য করের চেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) এবং উল্লম্ব অক্ষে পণ্যের বাজার মূল্য (P) নির্দেশ করা হয়েছে। মনে করি, কর বসানোর পূর্বে শিল্পের প্রতিনিধি ফার্মের (representative firm) গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা AC এবং MC; এই অবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান g বিন্দুতে ভারসাম্য অবস্থায় রয়েছে। (b) চিত্রের DD হচ্ছে শিল্প পণ্যের বাজার চাহিদা রেখা। SS হচ্ছে কর আরোপের পূর্বকার যোগান রেখা। শিল্পের ভারসাম্য g বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এর ভারসাম্য উৎপাদন ও মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ON এবং OP_1 ; মনে করি, পণ্যের একক প্রতি ON পরিমাণে কর বসানো হলো এবং এ অবস্থায় OP_1 রেখা স্থানান্তরিত হয়ে eh রেখায় রূপান্তরিত হলো। দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য এখন MC_1 বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হবে। শিল্পের ক্ষেত্রে S যোগান রেখাকে বামদিকে S_1 -এ স্থানান্তর করে এটা নির্দেশ করা হয়েছে। এই অবস্থায় শিল্পের উৎপাদন OMস্তরে হ্রাস পাবে এবং পণ্যের বাজার মূল্য

দাঁড়াবে OP_2 ; এক্ষেত্রে করের পরিমাণ হচ্ছে $eh=P_2P_3$; অথচ পূর্বের তুলনায় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে P_1P_2 যেহেতু $P_1P_2 < P_2P_3$ সেহেতু করের চেয়ে মূল্য বৃদ্ধির পরিমাণ এক্ষেত্রে কম হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়, ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় কার্যরত কোনো শিল্পের প্রতি এককের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসানো হলে করের চেয়ে কম পরিমাণে মূল্য বৃদ্ধি পাবে।

এখন (খ) চিত্রানুযায়ী দেখা যায় কর আরোপের পর শিল্পের পক্ষে P_1P_2 পরিমাণে বেশি মূল্য ভোক্তাদের কাছ থেকে আদায় করা সম্ভব। কিন্তু করের পরিমাণ হচ্ছে P_2P_3 সুতরাং এর বাকি অংশ P_1P_3 শিল্প/বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে কর সম্মুখ এবং পশ্চাৎ এই উভয়মুখে স্থানান্তর হয়েছে। করের P_1P_2 অংশ সম্মুখে এবং P_1P_3 অংশ পশ্চাতে স্থানান্তর হয়েছে।

একচেটিয়া কারবার এবং করের স্থানান্তর (Shifting of Tax under Monopoly)

একচেটিয়া কারবার হচ্ছে এমন এক বাজার ব্যবস্থা যেখানে একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিয়ে শিল্প গঠিত হয়। একচেটিয়া বাজারের অস্তিত্বের জন্য নিম্নোক্ত শর্ত থাকা দরকার-

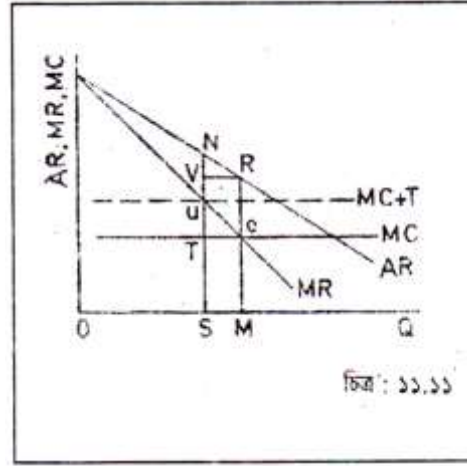
- (i) ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন পণ্য প্রস্তুত করে যার কোনো নিকট বিকল্প পণ্য নেই।
- (ii) শিল্পে অন্যান্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান প্রবেশ করতে পারে না।
- (iii) ফার্মের পণ্যের চাহিদা রেখা শিল্পের বাজার চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফার্মের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় মূল্য বা উৎপাদনের পরিবর্তন হলেও চাহিদা রেখার ঢাল এবং অবস্থানের পরিবর্তন হবে না।
- (iv) উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যাপারে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যেকোনো যোগান রেখার সম্মুখীন হবে তা শিল্পের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। একটি একচেটিয়া ফার্মের পক্ষে বিভিন্ন উপকরণ ক্রয় করার ব্যাপারে আপেক্ষিকভাবে একচেটিয়া সুবিধা অর্জন করা অনেক সময় সম্ভব। এজন্য একটি একচেটিয়া ফার্মের পক্ষে ক্রমবর্ধমান, স্থির এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যয় অবস্থায় কাজ করা সম্ভব। কর স্থানান্তরের বিষয় আমরা এই তিন ব্যয় অবস্থার প্রেক্ষিতে আলোচনা করব।

(ক) স্থির ব্যয় অবস্থা (Constant Cost Condition)

একটি একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অনেক সময় স্থির ব্যয় অবস্থায় কাজ করতে পারে। এরূপ ফার্মের ভারসাম্যে পৌঁছার শর্ত হচ্ছে দুটি- (i) পণ্যের প্রান্তিক আয় (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হবে; (ii) প্রান্তিক ব্যয় ও আয় যে বিন্দুতে সমান, সেখানে প্রান্তিক ব্যয় রেখার ঢাল (slope) প্রান্তিক আয় রেখার ঢাল অপেক্ষা বেশি হবে। স্থির ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একজন একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের প্রতি এককের উপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর আরোপ করা হলে সে পণ্যের উৎপাদন হ্রাস করবে এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে করের ভার ভোক্তাদের উপর স্থানান্তরের চেষ্টা করবে। কিন্তু স্থির ব্যয় অবস্থায় ভারসাম্যে পৌঁছার পর তার বিক্রয়ের প্রতি এককের উপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসানোর পর পণ্যের মূল্য করের সমপরিমাণে বৃদ্ধি না পেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে এক্ষেত্রে করের স্থানান্তর সম্মুখ এবং পশ্চাৎ- এই উভয়মুখী হবে। করের স্থানান্তর মূলত নির্ভর করবে পণ্যের জন্য ভোক্তাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মাত্রার উপর। চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক হবে, করের সম্মুখ স্থানান্তরের মাত্রা তত বেশি হবে। বিপরীত অবস্থায় পশ্চাৎমুখী স্থানান্তরের মাত্রা বেশি হবে। ১১.১১ নং চিত্রের সাহায্যে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

স্থির ব্যয় অবস্থায় ভারসাম্যে পৌঁছার পর তার বিক্রয়ের প্রতি এককের উপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসানোর পর পণ্যের মূল্য করের সমপরিমাণে বৃদ্ধি না পেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে এক্ষেত্রে করের স্থানান্তর সম্মুখ এবং পশ্চাৎ- এই উভয়মুখী হবে।

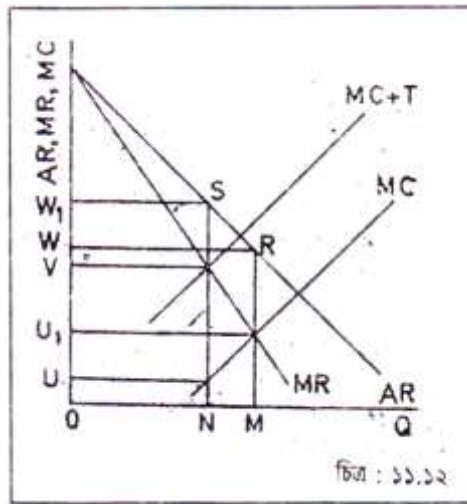
চিত্রের ভূমি অক্ষে একচেটিয়া কারবারী পণ্যে বিক্রয় দেখানো হয়েছে। উল্লম্ব অক্ষে পণ্যের গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্দেশ করা হয়েছে। প্রান্তিক ব্যয় রেখা (MC) ভূমি অক্ষের সাথে সমান্তরাল যাহা উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় অবস্থা নির্দেশ করে। মনে করি, কর বসানোর পূর্বে একচেটিয়া কারবারী e বিন্দুতে ভারসাম্যে আছে। অর্থাৎ তার বিক্রয়ের পরিমাণ OM এবং সে প্রতি একক পণ্যের জন্য RM পরিমাণ মূল্য দাবি (charge) করে। ধরি পণ্যের প্রতি একক বিক্রয়ের উপর TU পরিমাণে কর বসানো হলো। তেমন অবস্থায় করসহ প্রান্তিক ব্যয় রেখা দাঁড়াবে $MC+T$; একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য বিন্দু



হবে এখন u, যেখানে $(MC+T)$ রেখা MR রেখাকে ছেদ করেছে। এই অবস্থায় সে বিক্রয়ের পরিমাণ NS পরিমাণ হ্রাস করবে এবং প্রতি একক পণ্যের জন্য NS পরিমাণ মূল্য আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ পণ্যের যোগান হ্রাস করে তার পক্ষে পূর্বের তুলনায় VN পরিমাণ বেশি মূল্য আদায় করা সম্ভব হবে। কিন্তু এটা করের সমান (uT পরিমাণ) বৃদ্ধি করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। অর্থাৎ আমাদের এক্ষেত্রে $VN < uT$; সুতরাং বলা যায় uT -এর একাংশ VN ভোক্তাদের উপর স্থানান্তর করা একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সম্ভব। বাকি অংশ ($uT - VN$) তাকে বহন করতে হবে। সে পূর্বে অর্জিত মুনাফা থেকে করের এই অংশ বহন করবে। সুতরাং দেখা যায় স্থির ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একজন একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের প্রতি একক বিক্রয়ের উপর সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর আরোপ করা হলে করের স্থানান্তর সম্মুখ এবং পশ্চাৎমুখী হবে।

(খ) ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থা (Increasing Cost Condition)

অনেক সময় একচেটিয়া কারবারী বিশেষায়িত সম্পদ (specialized resources) পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। তেমন অবস্থায় উৎপাদন বাড়ানোর সঙ্গে এসব সম্পদের চাহিদা যখন বৃদ্ধি পায় তখন এদেরকে পূর্বের চেয়ে বেশি মূল্য প্রদান করতে হয়। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে পণ্যের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। এরূপ বর্ধমান ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের বিক্রয়ের উপর একক কর বসানো হলে এর একাংশের ভার একচেটিয়া কারবারীকে বহন করতে হবে। করের একাংশ আবার বেশি মূল্যের আকারে ভোক্তাদেরকে বহন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সম্পদের প্রকৃতি বিশেষায়িত ধরনের হওয়ায় তাদের পক্ষে কর আরোপের পর অন্য শিল্পে স্থানান্তর হওয়া সম্ভব হবে না এবং এ কারণে করের একাংশ এর মালিকদেরও বহন করতে হবে। বিষয়টি ১১.১২ চিত্রের সাহায্যে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।



বর্ধমান ব্যয় অবস্থায় কার্যরত একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের বিক্রয়ের উপর একক কর বসানো হলে এর একাংশের ভার একচেটিয়া কারবারীকে বহন করতে হবে। করের একাংশ আবার বেশি মূল্যের আকারে ভোক্তাদেরকে বহন করতে হবে।

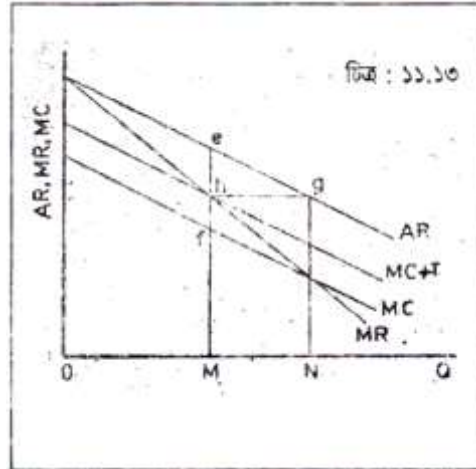
চিত্রের ভূমি অক্ষে একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের যোগান বা বিক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। উল্লম্ব অক্ষে পণ্যের গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রানুযায়ী কর আরোপের পূর্বে একচেটিয়া কারবারী পণ্যের প্রান্তিক ব্যয় রেখা হচ্ছে MC; পণ্যের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা AR এবং MR দেয় অবস্থায় ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ এবং মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে OM এবং RM(=OW)। মনে করি, তার পণ্যের প্রতি একক বিক্রয়ের উপর UV পরিমাণে কর বসানো হলো। অর্থাৎ চিত্রানুযায়ী প্রান্তিক ব্যয় রেখা করসহ এখন দাঁড়াবে MC+T; ফলে নতুন ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ এবং মূল্য হবে ON এবং SN(=OW₁)। অর্থাৎ কর আরোপের পর একচেটিয়া কারবারী তার পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ NM পরিমাণ হ্রাস করে WW₁ পরিমাণ বেশি মূল্য আদায় করবে। যেহেতু WW₁ < UV সেহেতু বলা যায়, পণ্যের মূল্য ক্রয়ের চেয়ে কম পরিমাণে এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর আরোপের পূর্বে ভোক্তারা OW পরিমাণ মূল্য প্রদান করত। কর আরোপের পর তাদেরকে WW₁ পরিমাণ বেশি মূল্য প্রদান করতে হয়। সুতরাং UV করের একাংশ ভোক্তারা বেশি মূল্যের মাধ্যমে বহন করবে। অন্যদিকে কর আরোপের পূর্বে সম্পদের মালিকরা OU₁ পরিমাণ গড় মজুরি পেত। কর আরোপের পর এই পরিমাণ দাঁড়াবে OU; সুতরাং UU₁ পরিমাণে করের একাংশ কম মজুরির মাধ্যমে তাদেরকে বহন করতে হবে। বাকি অংশ একচেটিয়া কারবারীকে বহন করতে হবে। এভাবে করের স্থানান্তর ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় পশ্চাৎ এবং সম্মুখবর্তী হতে পারে।

(গ) ক্রমহ্রাসমান ব্যয় অবস্থা (Decreasing Cost Condition)

একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় অবস্থায় অনেক সময় কাজ করা সম্ভব। সে যে সম্পদ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করে যদি তাদের বিকল্প ব্যবহার না থাকে তবে তার পক্ষে এসব সম্পদকে কম মজুরি প্রদানের মাধ্যমে শোষণ করা সম্ভব। অন্যদিকে তার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন (internal and external economies) করা সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে ক্রমশ কম উৎপাদন ব্যয়ে পণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। এ ধরনের একচেটিয়া কারবারে পণ্যের প্রতি একক বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণে কর আরোপ করলে ভারসাম্য উৎপাদন হ্রাস পাবে, অর্থাৎ করের চেয়ে বেশি পরিমাণে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। স্থানান্তরের প্রকৃতি এক্ষেত্রে কেবল সম্মুখবর্তী হবে। ১১.১৩ নং চিত্রের সাহায্যে এই বিষয় অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

চিত্রের উল্লম্ব অক্ষে পণ্যের গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্দেশ করা হয়েছে। ভূমি অক্ষের দিকে তার বিক্রয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। কর বসানোর পূর্বে প্রান্তিক ব্যয় রেখা হচ্ছে MC; গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা AR এবং MR প্রদত্ত অবস্থায় পণ্যের ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ON এবং gN। মনে করি, পণ্যের বিক্রয়ের একক প্রতি hf পরিমাণে কর বসানো হলো। ফলে করসহ পরিবর্তিত MC রেখা হবে MC+T; এই অবস্থায় ভারসাম্য বিক্রয়ের পরিমাণ ও মূল্য দাঁড়াবে OM এবং eM। পণ্যের মূল্য পূর্বাপেক্ষা eh পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেহেতু eh > hf, সেহেতু বলা যায় করের চাইতে মূল্য বেশি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বলা যায় কর আরোপের পর বেশি মূল্যের মাধ্যমে একচেটিয়া



একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে ক্রমহ্রাসমান ব্যয় অবস্থায় অনেক সময় কাজ করা সম্ভব। সে যে সম্পদ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহার করে যদি তাদের বিকল্প ব্যবহার না থাকে তবে তার পক্ষে এসব সম্পদকে কম মজুরি প্রদানের মাধ্যমে শোষণ করা সম্ভব। অন্যদিকে তার পক্ষে বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব।

কারবারীর পক্ষে এটা ভোক্তাদের কাছে থেকে আদায় করা সম্ভব হবে। অন্য কথায় বলা যায়, স্থানান্তর এক্ষেত্রে সম্মুখবর্তী হবে।

এককালীন কর এবং একচেটিয়া কারবার (Lumpsum Tax and Monopoly)

এককালীন কর এক
অর্থে একচেটিয়া
কারবারীর উপর এক
ধরনের স্থির ব্যয়
হিসেবে কাজ করবে।

একচেটিয়া কারবারের উপর এককালীন কর বসানো যায়। অর্থাৎ সরকার তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কর প্রদানে বাধ্য করতে পারে। এরূপ কর উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল হবে না। কেননা একচেটিয়া কারবারী উৎপাদন করুক বা না করুক এই কর তাকে বহন করতে হবে। সুতরাং এককালীন কর এক অর্থে একচেটিয়া কারবারীর উপর এক ধরনের স্থির ব্যয় হিসেবে কাজ করবে। এই অর্থে এরূপ করকে তার স্থিরব্যয় বৃদ্ধির সমতুল্য মনে করা যায়। এ ধরনের কর তাই একচেটিয়া কারবারীর পণ্যের প্রান্তিক আয় বা প্রান্তিক ব্যয় প্রভাবিত করবে না।

একক কর এবং মূল্যানুপাতিক কর (Unit and Advalorem Tax)

সরকার কোনো শিল্পের পণ্য বিক্রয়ের উপর দুইভাবে কর আরোপ করতে পারেন- (ক) একক কর এবং (খ) মূল্যানুপাতিক কর।

(ক) একক কর (Unit Tax) : দ্রব্যের একক প্রতি সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসালে তাকে একক কর (unit tax or specific tax) বলে। যেমন, একটি কলম প্রস্তুতকারী শিল্পের প্রতিটি কলমের বিক্রয়ের উপর সরকার সুনির্দিষ্ট পরিমাণে কর বসাতে পারেন। যেমন কলম প্রতি ২ টাকা কর বসালে। এক্ষেত্রে কলমের বিক্রয় বাড়ার সঙ্গে করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ প্রতিটি কলমের বিক্রয় থেকে সরকারি রাজস্ব ২ টাকা বৃদ্ধি পাবে। একক করের পরিমাণ পণ্যের বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল। এটা পণ্যের বাজার মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন প্রতিটি কলমের বাজার মূল্য যদি প্রথমে ১০ টাকা থাকে এবং পরে কোনো কারণে এর মূল্য ২০ টাকায় উন্নীত হয় তবে এক্ষেত্রে করের পরিমাণ পূর্বের মতো ২ টাকা থাকবে। পরবর্তী সারণীর সাহায্যে এরূপ করের বিভিন্ন দিক দেখানো হলো।

কলম বিক্রয়ের পরিমাণ	প্রতিটি কলমের প্রাথমিক মূল্য	মোট মূল্য	প্রতিটি কলমের উপর কর	করের পরিমাণ	করের প্রান্তিক হার
১	২	$৩=(১ \times ২)$	৪	৫	৬
১০	১০	১০০	২	২০	-
২০	৮	১৬০	২	৪০	২
৩০	৬	১৮০	২	৬০	২
৪০	৫	২০০	২	৮০	২
৫০	৪	২০০	২	১০০	২

সারণি থেকে দেখা যায় একক কর কোনো পণ্যের মূল্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয় বরং এটা বিক্রয়ের উপর আনুপাতিকভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিক্রয়ের পরিমাণ যে হারে বাড়ে বা কমে করের পরিমাণ ঠিক সেই হারে বাড়ে বা কমে। এক্ষেত্রে করের প্রান্তিক হার অপরিবর্তিত থাকে। তদুপরি এক্ষেত্রে গড় কর এবং প্রান্তিক হার সমান হবে। সারণির ৪ এবং ৬ নং কলাম এই বিষয় নির্দেশ করে।

একক করের ব্যাপার আমরা গাণিতিকভাবে নির্দেশ করতে পারি। মনে করি কোনো পণ্যের মোট কর অপেক্ষক হচ্ছে-

$$T = tq \dots \dots (১)$$

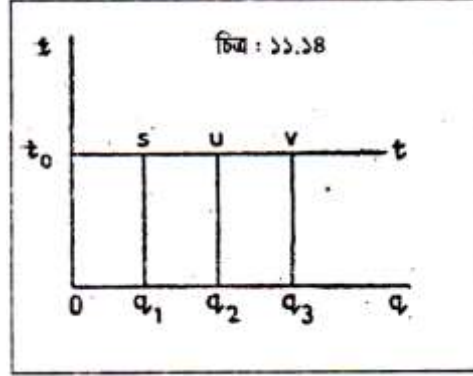
একক কর কোনো
পণ্যের মূল্যের
পরিবর্তনের ওপর
নির্ভরশীল নয় বরং এটা
বিক্রয়ের উপর
আনুপাতিকভাবে
নির্ভরশীল। অর্থাৎ
বিক্রয়ের পরিমাণ যে
হারে বাড়ে বা কমে
করের পরিমাণ ঠিক
সেই হারে বাড়ে বা
কমে।

যেখানে T=করের মোট পরিমাণ, q=পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ, t=পণ্যের প্রতি একক বিক্রয়ের উপর আরোপিত নির্দিষ্ট পরিমাণ কর। এক্ষেত্রে t হচ্ছে একটি স্থির রাশি। এখন আমরা দেখতে পারি প্রান্তিক কর হার (MT) এবং গড় কর হার (AT) পরস্পর সমান-

$$MF = \frac{dT}{dq} = t = AT = \frac{tq}{q} \dots \dots \dots (২)$$

একক কর ১১.১৪ চিত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়।

চিত্রের ভূমি অক্ষে কোনো পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে কর হার (t) নির্দেশ করা হয়েছে। t₀ হচ্ছে পণ্যের একক প্রতি করে পরিমাণ। বিক্রয়ের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে, করে মোট পরিমাণ সেই অনুপাতে এক্ষেত্রে বাড়বে। যেমন, Oq₁ পরিমাণ বিক্রয় করলে করে মোট পরিমাণ হবে Ot₀sq₁, অন্যদিকে Oq₂ পরিমাণ বিক্রয় করলে করে পরিমাণ দাঁড়াবে Ot₀uq₂। এখন



যদি Oq₂=(20q₁) হয় তবে আমরা বলতে পারি Ot₀uq₂=(20q₁st₀) হবে। অর্থাৎ বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। এভাবে দ্রব্য বিক্রয়ের উপর একক করে পরিমাণ নির্ভর করে, এর মূল্যের উপর নয়।

সরকার কোনো শিল্পের উৎপাদনের ওপর বা পণ্য বিক্রয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করতে পারে। পণ্যের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে এই কর আরোপ করা হয়। এ ধরনের করকে তাই মূল্যানুপাতিক কর বলা হয়।

(খ) মূল্যানুপাতিক কর (Advalorem Tax) : অনেক সময় সরকার কোনো শিল্পের উৎপাদনের উপর বা পণ্য বিক্রয়ের উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করতে পারে। পণ্যের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে এই কর আরোপ করা হয়। এ ধরনের করকে তাই মূল্যানুপাতিক কর বলা হয়। এই ধরনের করে বেলায় বিক্রয় বাড়ার সাথে পণ্যের একক প্রতি করে পরিমাণ হ্রাস পাবে। তবে মোট করে পরিমাণ এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেতে পারে। নিম্নের সারণী থেকে এই করে ধারণা পরিষ্কার হবে।

বিক্রয়ের পরিমাণ	প্রতি এককের মূল্য	করের হার (%)	প্রতি এককের উপর করে পরিমাণ	মোট বিক্রয় মূল্য	মোট করে পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫=(১×২)	৬
১০	১০	১০	১.০০	১০০	১০
২০	৮	১০	০.৮০	১৬০	১৬
৩০	৭	১০	০.৭০	২১০	২১
৪০	৬	১০	০.৬০	২৪০	২৪

সারণী থেকে দেখা যায়, একজন বিক্রেতা বেশি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যখন তার পণ্যের মূল্য ক্রমশ কম গ্রহণে রাজি হয় তখন তার পণ্যের মূল্যের উপর শতকরা ১০ ভাগ কর আরোপ অবস্থায় একক প্রতি করে পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। সারণীর ৪ নং কলাম থেকে এটা বোঝা যাবে। অন্যদিকে কর হার (শতকরা ১০ ভাগ) প্রদত্ত অবস্থায় মোট করে পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে। মূল্যানুপাতিক করে ক্ষেত্রে করে গড় হার অপরিবর্তিত থাকলেও এর প্রান্তিক হার হ্রাস পাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের টেবিলে বর্ণিত ১০ একক পণ্য যখন কোনো শিল্প বিক্রয় করে তখন মোট করে পরিমাণ হচ্ছে ১০ টাকা। শিল্পটি ২০ একক বিক্রয় করলে সরকারি রাজস্বের পরিমাণ ১৬ টাকায় উন্নীত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে বিক্রয়ের পরিবর্তন হচ্ছে ৬ টাকা। ফলে করে প্রান্তিক হার হচ্ছে ৬/১০=০.৬০। অন্যদিকে

৩০ একক বিক্রয়ের সময় এই হার হচ্ছে $৫/১০=০.৫০$ । এভাবে পণ্যের বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মূল্যানুপাতিক কর ব্যবস্থায় করের গড় হার অপরিবর্তিত থাকলেও এর প্রান্তিক হার ক্রমশ কমে আসে।

মূল্যানুপাতিক করের ব্যাপার গাণিতিকভাবে দেখানো সম্ভব। মনে করি, কোনো পণ্যের কর এবং চাহিদা অপেক্ষক হচ্ছে

$$T=tq \quad \dots \quad (১)$$

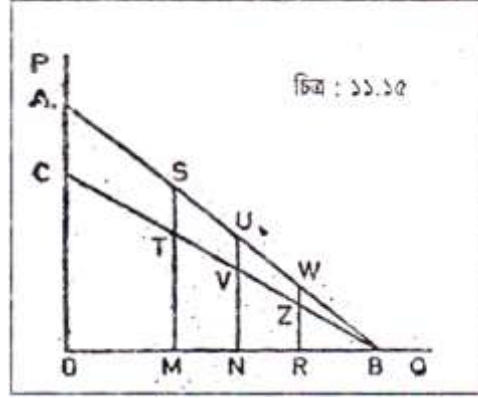
$$q=a-bp \quad \dots \quad (২)$$

যেখানে T =মোট করের পরিমাণ; t =সুনির্দিষ্ট হারে আরোপিত কর ($0<t<1$); q =পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ; p =পণ্যের মূল্য। এক্ষেত্রে a এবং b হচ্ছে দুটি ধনাত্মক প্যারামিটার। এখন আমরা অন্তরকরণ প্রক্রিয়ার (differentiation process) সাহায্যে দেখাতে পারি কিভাবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাসের দরুন করের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে।

$$\frac{dT}{dP} - \frac{dT}{dq} \frac{dq}{dP} = t(-b) = -bt < 0 \dots \dots \dots (৩)$$

(৩) নং সমীকরণ নির্দেশ করে, পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলে মোট কর হ্রাস পাবে। পণ্যের মূল্য হ্রাস পেলে করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। মূল্যানুপাতিক করের ব্যাপারটি ১১.১৫ নং চিত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়।

চিত্রের ভূমি অক্ষে পণ্যের বিক্রয় এবং উল্লম্ব অক্ষে এর মূল্য নির্দেশ করা হয়েছে। AB হচ্ছে পণ্যের গড় আয় রেখা। ধরি পণ্যের প্রতি একক বিক্রয়ের উপর AC/OA হারে কর বসানো হলো এবং এই হার স্থির থাকবে। ফলে পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য বিবেচ্য শিল্প যখন এর মূল্য ক্রমাগত কম করে নিতে রাজি হবে তখন অতিরিক্ত প্রতি একক বিক্রয়ের উপর কর হ্রাস পাবে, অর্থাৎ মোট করের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। চিত্রানুযায়ী OM এককের গড় মূল্য হচ্ছে SM ; এই মূল্যের উপর AC/OA হারে কর বসালে



করের পরিমাণ দাঁড়াবে ST ; অন্যদিকে বিক্রয়ের পরিমাণ ON হলে গড় দাম হচ্ছে UN ; ফলে করের পরিমাণ দাঁড়াবে UV ; অন্যদিকে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে OR হলে ZW হবে করের পরিমাণ। চিত্রানুযায়ী $ZW < UV < ST$ । অর্থাৎ করের হার অপরিবর্তিত অবস্থায় পণ্যের মূল্য হ্রাস পেলে প্রতি এককের উপর করের পরিমাণ হ্রাস পাবে। পণ্যের বাজার চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে এক্ষেত্রে মোট করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে।

একক কর বনাম মূল্যানুপাতিক কর (Unit Tax vs. Advalorem tax)

একক কর এবং মূল্যানুপাতিক করের মধ্যে কোনটিকে আপেক্ষিকভাবে বেশি পছন্দ করা যায় তা এক কথায় বলা মুশকিল। কোন ফার্মের পণ্যের উপর আরোপিত একক করকে পণ্যের যোগান রেখা তথা প্রান্তিক ব্যয় রেখার বামদিকে স্থানান্তরের মাধ্যমে নির্দেশ করা সম্ভব। আবার এটা পণ্যের বাজার চাহিদা রেখার নিম্নমুখী স্থানান্তরের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অপর পক্ষে মূল্যানুপাতিক কর পণ্যের মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই কারণে পণ্যের চাহিদা রেখার নিম্নমুখী (বা বাম দিকে) স্থানান্তরের মাধ্যমে এটা নির্দেশ করা সম্ভব। এই দুই করের মধ্যে কোনটি বেশি পছন্দনীয় তা নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(i) বিবেচ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কোন বাজার ব্যবস্থার অধীনে কাজ করছে। অর্থাৎ এটা পূর্ণ প্রতিযোগিতা, না অপূর্ণ প্রতিযোগিতার আওতায় কাজ করছে।

- (ii) বিবেচ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা শিল্প কিরূপ ব্যয় অবস্থায় কাজ করছে। অর্থাৎ এটা স্থির, ক্রমবর্ধমান, না ক্রমহাসমান ব্যয় অবস্থায় কাজ করছে তা বিবেচনা করতে হবে।
- (iii) কর পূর্ব এবং কর আরোপের পর উৎপাদনের পরিমাণ ও পণ্যের মূল্য সম্পর্কে কি অনুমিতি গ্রহণ করা হবে তা বিবেচনা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

কর সঞ্চালনের মাত্রা ও প্রকৃতি মূলত নির্ভর করে পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতা, এর প্রকৃতি ও গুণাগুণ, পণ্যের মূল্য সম্পর্কে ভোক্তা ও উৎপাদনকারীদের প্রত্যাশা ইত্যাদির ওপর। কর সঞ্চালন সম্মুখে না পশ্চাতে সংঘটিত হবে তা মূলতঃ নির্ভর করে কর আরোপিত পণ্যের চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। করের ফলাফল শুভ এবং অশুভ হতে পারে। অশুভ ফলাফলকে করের ভার হিসেবে নির্দেশ করা যায়। এ ধরনের ভার দুই ধরনের হতে পারে। আর্থিক ভার ও প্রকৃত ভার। করের মূলধনীকরণকে এক বিশেষ ধরনের পশ্চাত্মুখী কর অপসারণ নামে অভিহিত করা যায়। মূলধনীকরণের ফলে করোপিত বস্তু বা সম্পদের মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। ফার্মের উৎপাদনের ওপর একক কর আরোপ করলে এ উৎপাদন হ্রাস করবে। ফার্মসমূহের এই উৎপাদন হ্রাস শিল্পের উৎপাদন হ্রাস করবে। দীর্ঘমেয়াদে ফার্ম শিল্প থেকে বের হবে বা এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। অর্থাৎ পুরাতন ফার্ম উৎপাদন হতে বিরত থাকতে পারে বা নতুন ফার্ম উৎপাদনে নিয়োজিত হতে পারে। এককালীন কর এক অর্থে একচেটিয়া কারবারীর ওপর এক ধরনের স্থির ব্যয় হিসেবে কাজ করবে। একক কর কোনো পণ্যের মূল্যের পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল নয় বরং এটা বিক্রয়ের ওপর আনুপাতিকভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ বিক্রয়ের পরিমাণ যে হারে বাড়ে বা কমে করের পরিমাণ ঠিক সেই হারে বাড়ে বা কমে। সরকার কোনো শিল্পের উৎপাদনের উপর বা পণ্য বিক্রয়ের ওপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করতে পারে। পণ্যের মূল্যের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে এই কর আরোপ করা হয়। এ ধরনের করকে তাই মূল্যানুপাতিক কর বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.৬

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

(সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন)

- কোনো পণ্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হলে কর সঞ্চালন সম্মুখমুখী হয়। সত্য/মিথ্যা
- আর্থিক ভার করদাতার ব্যবহারযোগ্য আয় হ্রাস নির্দেশ করে। সত্য/মিথ্যা
- ফার্মের উৎপাদনের উপর একক কর আরোপ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। সত্য/মিথ্যা
- ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় একটি শিল্পের উপর একক কর বসানো হলে এর মূল্য করের চেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। সত্য/মিথ্যা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- করাঘাত কি?
- করের মূলধনীকরণ বলতে কি বোঝায়?
- একক কর কি?
- মূল্যানুপাতিক করের সংজ্ঞা দিন।
- একক কর ও মূল্যানুপাতিক করের মধ্যে পার্থক্য কি?

রচনামূলক প্রশ্ন

- পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে করের স্থানান্তর আলোচনা করুন।
- একচেটিয়া কারবারে করের স্থানান্তর কিভাবে হয় বিস্তারিত লিখুন।
- একক কর ও মূল্যানুপাতিক কর কি? পণ্যের উপর কর দুটির প্রভাব আলোচনা করুন।

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর

- মিথ্যা ২. সত্য ৩. মিথ্যা ৪. সত্য